বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

কালের পরিক্রমায় একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বহুবিধ কর্মকান্ড সম্পন্ন করেছে। আইনী বাধ্যবাধকতা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিয়মিতভাবে সম্পাদিত কাজকর্মের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বিগত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরার জন্য এবার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশ করা হচ্ছে।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ১৯৯২ সন থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ডের দর্পণ হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পাশাপাশি কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাসের বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

আমদানি পণ্যের যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, অসাধু বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প বিকাশের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ; এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বিদ্যমান চুক্তির আওতায় শুল্ক আদায় ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের জন্য বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণের নিমিত্ত সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদানে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কমিশন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা হলে এটি দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অধিকতর ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সমর্থ হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়।

প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৮ অক্টোবর, ২০১৭

(মুশফেকা ইকফাৎ)
চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা	১
৩.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন	১
৪.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	২
৫.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল	২
	কমিশনের কার্যাবলি	
১.	কমিশনের প্রশাসন	৫
২.	কমিশনের বাজেট	৫
৩.	কমিশনের আয়	৫
৪.	কমিশনের ব্যয়	৬
৫.	ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি	৭
৬.	কমিশনের গ্রন্থাগার	৮
৭.	ই-নথি বাস্তবায়ন	৯
৮.	কমিশনের প্রকাশনা	১০
৯.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন	১০
৯.১	তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য	১১
৯.২	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য	১১
৯.৩	আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য	১২
	কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি	
১.	কমিশনের প্রধান কার্যাবলি	১৩
২.	(ক) এন্টি-ডাম্পিং	১৪
৩.	(খ) কাউন্টারভেইলিং	১৫
৪.	(গ) সেইফগার্ড মেজার্স	১৬
	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ	
১.	ভূমিকা	১৮
২.	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	১৯
২.১	বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ	১৯
২.২	ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এর উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত।	২০
২.৩	ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত ফিশিং নেট রপ্তানির উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত	২২
২.৪	এন্টিডাম্পিং-,কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা কর্মসূচি	২৩

২.৪.১	বিভিন্ন জেলায় সেমিনার	২৩
২.৪.২	মাঠ পর্যায়ে সেমিনার	২৯
২.৪.৩	দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমনারের প্রতিবেদন।	৩৩
২.৫	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৩৬
৩.	সমীক্ষা প্রতিবেদন	৪১
৪.	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	৪৫
	বাণিজ্য নীতি বিভাগ	
১.	ভূমিকা	৪৬
২.	বাণিজ নীতি বিভাগের কার্যাবলি	৪৭
৩.	মনিটরিং সেল	৫৭
৪.	সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান	৫৮
৫.	বাণিজ নীতি বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	৫৮
৫.১	দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ	৫৮
৫.২	অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি	৫৮
৫.৩	গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন	৫৮
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ	
১.	ভূমিকা	৫৯
২.	আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি	৬০
৩.	মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদ	৬১
৪.	দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি	৬৫
৫.	অন্যান্য কার্যাদি	৭৫
৬.	সেবা বাণিজ্য	৭৮
৭.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৭৮
৮.	কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা	৮০
	পরিশিষ্ট	
১.	পরিশিষ্ট -১	৮৩
	বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল	৮৩
২.	পরিশিষ্ট -২	৮৯
	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো	৮৯
৩.	পরিশিষ্ট -৩	৯০
	The Customs Act, 1969 (IV of 1969)	৯০
৪.	পরিশিষ্ট -৪	১০০

	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন	১০০
৫.	পরিশিষ্ট -৫	১০৬
	The Protective Duties Act, 1950	১০৬
৬.	পরিশিষ্ট -৬	১০৯
	কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	১০৯
৭.	পরিশিষ্ট	১১৪
	কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ	১১৪
৮.	পরিশিষ্ট -৮	১১৭
	কমিশনের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণের বিবরণ	১১৭
৯.	ফটোগ্যালারী	১২৫

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান কমিশনের মূল দায়িত্ব। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ট্যারিফ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ প্রতিষ্ঠান গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করে। শিল্প ও উৎপাদন ব্য দেশীয়বস্থার স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ WTO এর সদস্য হওয়ার পর কমিশন আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর উপর সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আসছে। এছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ে ও সরকারকে অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি -পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও চুক্তি সম্পাদনে-সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গঠন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করেন। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৮ জন চেয়ারম্যান হিসেবে কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন (পরিশিষ্ট-১)। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং

সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা । তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতিত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত কর্মরত, লোকবল এবং শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত লোকবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	৩১	০৮
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৮	০৫
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	২৯	০৪
মোট	১১৫	৯৮	১৭

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হল।

৫. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপ-প্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশনস এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ার-টেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	২ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

কমিশনের কার্যাবলি

১. কমিশনের প্রশাসন

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

২. কমিশনের বাজেট

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং ১৭০৫-স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কোড নং ২৯৩১-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৯,৫৩,৩০,০০০.০০ (নয় কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়।

৩. কমিশনের আয়

কমিশনের কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তির বিবরণী নিম্নরূপ:

কোড নম্বর ও আয়ের খাত	বাজেট (লক্ষ্যমাত্রা) (টাকা) ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (টাকা) ২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭ সালের প্রকৃত আয় (টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
২৯৩১ : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন				
১৫০০-২৯৯৯ : কর ব্যতীত প্রাপ্তি				
সেবা বাবদ প্রাপ্তি				
২০৩৭-সরকারি যানবাহনের ব্যবহার	৭৩,০০০.০০	৭৩,০০০.০০	৬১,০০০.০০	

অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়				
২৩৬৬-টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	০.০০	
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি				
২৬৭১-অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায়	২০,০০,০০০.০০	৬০,০০,০০০.০০	১৪,০০০.০০	৩০শে জুন এর অব্যয়িত অর্থ কমিশনের কোন আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয় হ্রাস পেয়েছে।
২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০	১৩,০০০.০০	
সর্বমোট	২১,০৩,০০০.০০	৬১,০৩,০০০.০০	৮৮,০০০.০০	

৪. কমিশনের ব্যয়

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬ টাকা (আট কোটি পঁচিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত আঠার টাকা ছেষট্টি পয়সা) মাত্র। ০২জন কর্মকর্তার চাকুরী সংক্রান্ত জটিলতার কারণে লামগ্র্যান্ট প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ও ০১ জন সদস্য (অতিঃ সচিব) এর দীর্ঘ সময়ের বকেয়া বিল পরিশোধে বিলম্ব হওয়া, বরখাস্তকৃত ০৪জন কর্মচারীর বেতন পরিশোধ করতে না পারা, ০৪জন কর্মকর্তা ও ০১জন কর্মচারী নতুন সরকারি বাসা বরাদ্দ পাওয়া, একজন কর্মচারী চাকুরী ত্যাগসহ ০৪জন কর্মচারী বরখাস্ত থাকা, স্কেল/২০১৫-তে অন্যান্য ভাতা উঠিয়ে নেয়া, গাড়ীচালকদের ওভারটাইমের ব্যয় কমে যাওয়া, গবেষণা খাতের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশনা না পাওয়া, বিদেশ ভ্রমণ কম হওয়া, সরবরাহ ও সেবা খাতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে পাওয়া, কমিশনের ৬টি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করতে না পারা সহ রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ১,২৭,৯১,১৮১.৩৪ টাকা (এক কোটি সাতাশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশত একাশি টাকা চৌত্রিশ পয়সা) মাত্র ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণিঃ০১-এ দেখানো হলো।

সারণিঃ ০১

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)
১	২	৩	৪
৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরী	৮,২৬,৪০,০০০.০০	৮,৬৮,১০,০০০.০০	৭,৪৬,১৯,৬১০.৬৬
৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরী	৭৯,২০,০০০.০০	৮৫,২০,০০০.০০	৭৯,১৯,২০৮.০০
সর্বমোটঃ	৯,০৫,৬০,০০০.০০	৯,৫৩,৩০,০০০.০০	৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬

৫. ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরুপঃ

১। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৭.৫ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ১৬ এম.বি.পি.এস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনের পুরাতন ওয়েব সাইটটির ডোমেন নেইম www.bdtariffcom.org পরিবর্তন করে www.btc.gov.bd সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযোজন প্রদান করা হয়েছে।

৩। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৫। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপনন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৬। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেল সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম, প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জার্নাল অব ট্যারিফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশনা কাজে সকল প্রকার আইটি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

৬. কমিশনের গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের উপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank Statistics ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট ।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক এর গেজেট ।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। বিভিন্ন সাময়িকী/জার্নাল যেমন - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin (Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly)।

৯। English to Bengali Dictionary, বাংলা বানান অভিধান, বাংলাদেশ কোড (ভলিউম ১-৩৮), বাংলাদেশ গেজেট-২০১৪, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, শুল্ক এস.আর.ও সংকলন-২০১৬, বাংলাদেশ কাষ্টমস ট্যারিফ ২০১৬-২০১৭, চাকরির বিধানাবলী (৫৭ তম সংস্করণ), Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A Case Study ইত্যাদি পুস্তকসহ অন্যান্য প্রকাশনা।

৭. ই-নথি বাস্তবায়ন

একটি আধুনিক, দক্ষ এবং সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগ প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নথি-পত্রাদি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সারাদেশে সকল সরকারি অফিসে নথি-পত্রাদি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য ই-ফাইলিং (নথি) নামক একটি সফটওয়ারের উন্নয়ন করা হয়েছে। নথি সফটওয়ারটি যাতে সকল অফিসে ব্যবহৃত হয় এ ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্নেন্স শাখা বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন একটি কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হল নথি ব্যবস্থাপনা ২৮ ফেব্রুয়ারি-২০১৭ এর মধ্যে চালু করা। কমিশনের তিন সদস্য বিশিষ্ট ০১টি টিম ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের টিওটি (Training of Trainers) কোর্সটি সম্পন্ন করে। উক্ত কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে ২১ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখ হতে ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৩টি ব্যাচে কমিশনের সকল কর্মকর্তাগণকে ই-ফাইলিং (নথি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক বিভাগ হতে ০১টি করে ফাইল নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে কমিশনে নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে সকল নথি-পত্রাদি নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

৮. কমিশনের প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক ত্রৈমাসিক জার্নাল নিয়মিত প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের স্থানীয় সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন কমিশন পর্যাপ্ত পরিমাণ সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে প্রস্তুত করে যা প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদশে সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	প্রকাশনার বিষয়	প্রকাশকাল	মাধ্যম	মন্তব্য
১।	কমিশনের বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন	২৪/০৬/২০১৭	কমিশনের ওয়েবসাইট	বিজি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায়
২।	কমিশন প্রণীত ত্রৈমাসিক জার্নাল ৪র্থ সংখ্যা	০৪/০১/২০১৭	কমিশনের ওয়েবসাইট	বিজি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায়
৩।	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫	২৪/০৫/২০১৬	কমিশনের ওয়েবসাইট	বিজি প্রেসে মুদ্রণের অপেক্ষায়
৪।	সমীক্ষা/গবেষণা প্রতিবেদন	--	কমিশনের ওয়েবসাইট	প্রতিবেদন বাংলায় প্রণীত নয়।

৯. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়। এই আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে এই আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয় এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদনের পর গত ২৪/০৫/২০১৬তারিখে কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকাশনার লক্ষ্যে নীতিমালাটি বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

৯.১ তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার।	৮৮০২- ৯৩৩৫৯৩৩ ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫ prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৯.২ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সহকারী সচিব বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	০১৭৭৮৪১৫৬৭২ ৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৯.৩ আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
মুশফেকা ইকফাৎ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।	৮৮০২-৯৩৪০২০৯ ৮৮০২-৯৩৪০২৪৫ chairman@btc.gov.bd	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কমিশনের বিভাগওয়ারী কার্যাবলি

কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারা মোতাবেক কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেঃ

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ;

(ঙ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন ;

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থার প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয় ;

(২) উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করে থাকে, যথাঃ-

(ক) বাজার অর্থনীতি ;

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ;

(গ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি ;

(ঘ) জনমত ।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে ক্ষতি লাঘবের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে থাকে।

ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ

ক) এন্টি-ডাম্পিং

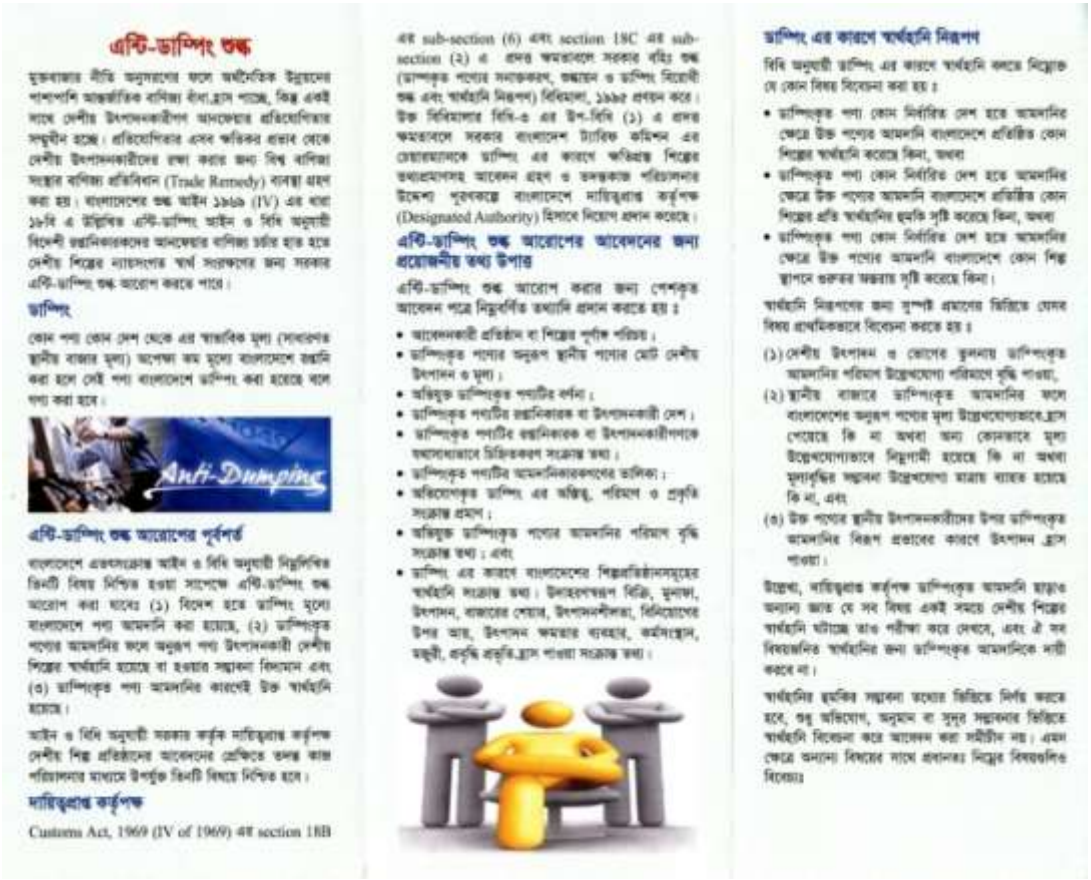

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী কোন দেশে উৎপাদিত পণ্য সেই দেশের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে রপ্তানি করা হলে সেই পণ্য ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18B এর Sub-Section (6) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-৩) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইং তারিখে বহিঃশুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। একই তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে ।

এন্টি-ডাম্পিংবিষয়ক ব্রোশিওর

(খ) কাউন্টারভেইলিং

কোনো পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যায়ের যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকার বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে আর্থিক সহায়তা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়ে থাকে, তা-ই ভর্তুকি হিসেবে গণ্য। অনেক দেশই তাদের নিজস্ব শিল্পের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরণের অসাধু প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Subsidies and Countervailing duties-এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18A-Gi Sub-section (7) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১২ই এপ্রিল ১৯৯৭ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে।

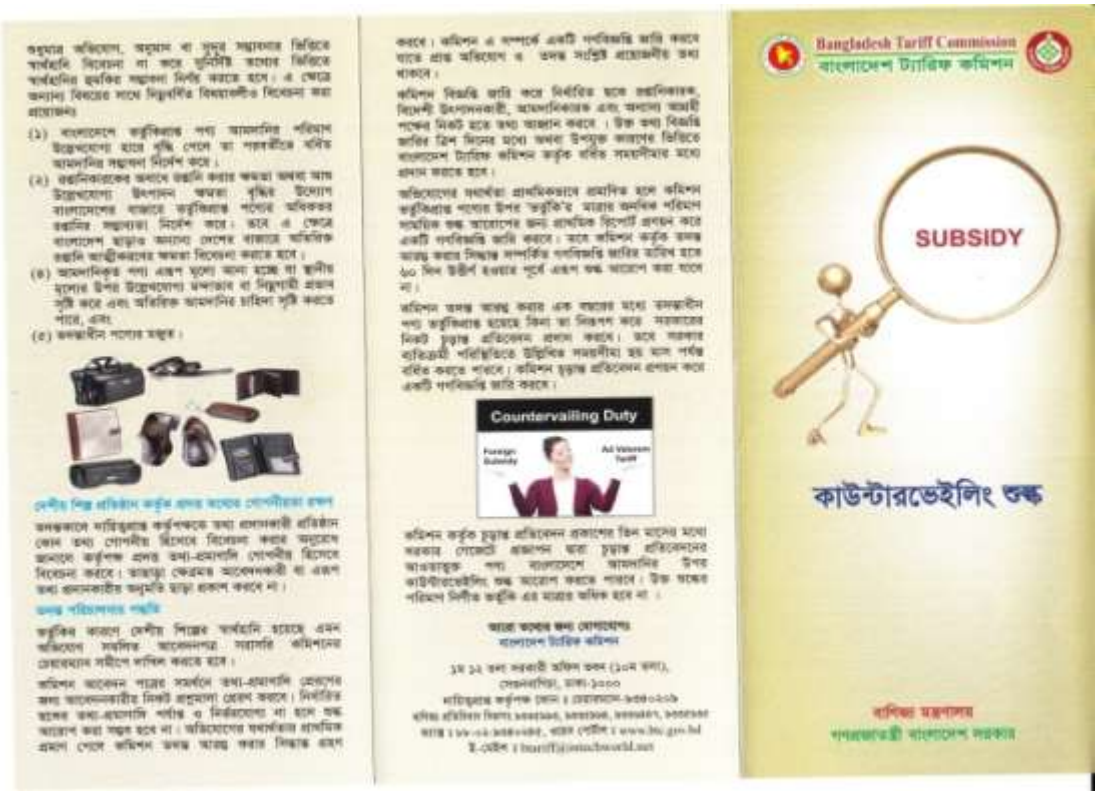

কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক ব্রোশিওর

(গ) সেইফগার্ড

কোনো পণ্য আমদানির পরিমাণ যদি অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পায়,তবে তা দেশীয় অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির হুমকির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারীদের ক্ষতির/লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার সেইফগার্ড মেজারস গ্রহণ বা সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করে থাকে। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 18E-এর Sub-section (5) (সংযুক্তি পরিশিষ্ট-৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার বিধি-৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৭ই জুন ২০১০ইং তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে ।

সেইফগার্ড বিষয়ক ব্রোশিওর

উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে এবং এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Advisory body) হিসেবে কাজ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নীতি এবং জনমত বিবেচনা করে থাকে।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

১. ভূমিকা

ডাম্পিংসহ বিভিন্ন অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স অন্যতম। যদি কোন বিদেশী পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। ইহা স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর এবং অসাধু বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত। এরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা যেতে পারে। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যকে দেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ফেয়ার বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি যদি এমন পরিমাণ হয় যে তা স্থানীয় শিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তখন সেইফগার্ড কার্যক্রম নেয়া হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ ও সেইফগার্ড মেজার্জ গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারী স্থানীয় শিল্পের আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ধরণের আবেদনের শুনানির জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। যদি কোন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে বর্ণিত যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্পকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ প্রতিবছর দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের উপর সেক্টর স্টাডি করে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে।

২. বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

২.১.বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ

বাংলাদেশ এবং নেপাল হতে রপ্তানিকৃত পাটপণ্য (Jute products comprising of jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabrics and jute sacking bags) ডাম্পিং হচেছ মর্মে ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন থেকে অভিযোগ সম্বলিত আবেদন ভারতের Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বরাবর করা হয়। এরপর গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে DGAD তদন্ত শুরুর নোটিফিকেশন জারি করে। আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় দুইবার বৃদ্ধি করে। ভারতের কলকাতাতে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের উপর তদন্ত বিষয়ক আলোচনায় ৫ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শুনানি প্রথমে ০৮ জুন ২০১৬ তারিখের পরিবর্তে ১০ জুন ২০১৬ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আবারও শুনানি ১০ জুন ২০১৬ তারিখের পরিবর্তে ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে নির্ধারণ করা হয়। গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শুনানিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধিসহ সরকারের প্রতিনিধি, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রতিনিধি, রপ্তানিকারকবৃন্দ, ভারতের আমদানিকারকবৃন্দ, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকবৃন্দের আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের লিখিত বক্তব্য ১০ আগস্ট'১৬ তারিখে Directorate General of Anti-dumping and Allied Dutes(DGAD) বরাবর পাঠানো হয়। ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ ৩১ জুলাই হতে ০৫ আগস্ট'২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাটপণ্য উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে On-the-spot verification পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দুইজন অফিসার ভেরিফিকেশন টিমের সাথে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটপণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ বিষয়ে তদন্ত শেষে ভারতের DGAD এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সুপারিশ সম্বলিত ফাইনাল ফাইন্ডিংস গত ২০/১০/২০১৬ ইং তারিখে ভারত সরকারের (অর্থ মন্ত্রণালয়) নিকট প্রেরণ করে। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের আদেশ জারী করবে মর্মে আইনে উল্লেখ রয়েছে। ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় Customs Tariff Act 1975 এর 9A, Sub-sections (1) ও (5) এবং The Customs Tariff (Identification,Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 এর 18 and 20 অনুযায়ী

01/2017- Customs (ADD) নং স্মারকে January 05, 2017 তারিখে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে। কোম্পানীভিত্তিক বিভিন্ন ধাপের শুল্ক আরোপের বিষয়টি নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়। যেসকল কোম্পানি প্রশ্নমালা পূরণ করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছিল তাদের মধ্যে নমুনায়নকৃত কোম্পানীর জন্য একধরনের ও অ-নমুনায়নকৃত কোম্পানীর জন্য আরেক ধরনের শুল্ক আরোপ করেছে। এছাড়া যারা প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেননি এবং অন্যান্যদের জন্য আরেক ধরনের শুল্ক আরোপ করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের ৫(পাঁচ)টি কোম্পানি ভারতের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করেছে।

২.২ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এর উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ সংক্রান্ত।

এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভারতের ডিজিএডি এর নিকট ভারতীয় দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কোরিয়া, বাংলাদেশ, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ড হতে রপ্তানিকৃত 'হাইড্রোজেন পার অক্সাইড' ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে অভিযোগ সম্বলিত আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনে এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কাস্টমস ট্যারিফ এ্যাক্ট ১৯৯৫ অনুসারে গত ১৪ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে ইনিসিয়েশন নোটিফিকেশন জারি করে। ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই-কমিশন ও রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারীদেরকে গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে নোটিফাই করে এবং এ তারিখ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে প্রেরিত প্রশ্নমালা যথাযথভাবে পুরণ করে ডিজিএডি বরাবরে প্রেরণ করার অনুরোধ জানায়। ইনিসিয়েশন নোটিফিকেশন এ ভারত সরকার এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ডিজিএডি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ডাম্পিং এর সার্বিক বিষয়ে প্রিমা ফেসি এভিডেন্স রয়েছে বলে উল্লেখপূর্বক এটি ডি-মিনিমিস এর উপরে থাকায় তদন্ত শুরু করা হয়। ইনজুরি বিষয়ে অধিকমাত্রায় আমদানি এবং এর ফলে প্রাইস সাপ্রেসন, প্রাইস আন্ডার সেলিং, এ্যাডভারজ ইমপ্যাক্ট অন প্রোফিটস, রিটার্ণ অন ক্যাপিটাল কে উল্লেখ করে এন্টি-ডাম্পিং তদন্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে পিরিয়ড অন ইনভেস্টিগেশন হিসেবে ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ এর সময়কে উল্লেখ করা হয়। ইনজুরি পিরিয়ড হিসেবে এপ্রিল ২০১১-মার্চ ২০১২, এপ্রিল ২০১২-মার্চ ২০১৩, এপ্রিল ২০১৩-মার্চ ২০১৪, এপ্রিল ২০১৪-মার্চ ২০১৫ এর সময়কে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া উল্লেখ করা হয় যে শুনানীতে আগ্রহী হলে ০৮/০২/২০১৬ তারিখ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে রিকোয়েস্ট লেটার ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৩-১০-২০১৫ তারিখে কমিশনে রপ্তানিকারকদের সাথে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ চূড়ান্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর ১৪-০২-২০১৬ ইং তারিখে

স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারত সরকার কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে প্রেরিত প্রশ্নমালা যথাযথভাবে যথাসময়ে উত্তর প্রদানের জন্য রপ্তানিকারকগণকে অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়াও রপ্তানিকারক কর্তৃক ভারতে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স বিষয়ক অভিজ্ঞ আইনজীবি নিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়।

এতদপ্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাফটা আর্টিক্যাল ১১ (এ)-তে উল্লেখ রয়েছে কোন লিস্ট ডেভেলপড কনট্রাক্টিং স্টেটস এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্সের আবেদন বিবেচনা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে কনসালটেশন এর সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ থেকে কনসালটেশন এর জন্য কোন নোটিফিকেশন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কনসালটেশন এর সুযোগ চেয়ে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

ডিজিএডি বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারীকে চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এগুলো হলোঃ

(১) তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:

(২) সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি:

(৩) এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:

উক্ত আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারতীয় এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় ৪ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছিল। তাসনিম কেমিক্যালস, সামুদা কেমিক্যালস এবং এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: ভারতে নিযুক্ত আইনজ্ঞের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত ভারতের ডিজিএডি বরাবর প্রেরণ করে। ভারতের ডিজিএডি এর অতিরিক্ত সচিব জনাব এ কে ভাল্লা এর সভাপতিত্বে ভারতের নয়া দিল্লীতে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের উপর তদন্ত বিষয়ক শুনানি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের শুনানি স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে শুনানি আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নির্ধারণ করা হয়। উক্ত শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে ১৮-০৯-২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পত্র মারফত (শুনানির নোটিশের কপিসহ) অনুরোধ করা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ০৭ নভেম্বর তারিখে পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিএডি কর্তৃপক্ষের দুইজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গুলো হতে সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য সংগ্রহের সময় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দুইজন কর্মকর্তা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিজিএডি কর্তৃপক্ষ ডিসক্লোজার স্টেটমেন্ট প্রকাশ করলে রপ্তানি কারকগণের অনুরোধে পুনরায় এ বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১১/০৪/২০১৭

ইং তারিখে ডিজিএডি ওয়েবসাইটে ফাইনাল ফাইন্ডিংস প্রকাশ করে। ফাইনাল ফাইন্ডিং প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে গেজেট প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভারতীয় অর্থ মন্ত্রণালয় ১৪ জুন ২০১৭ ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে শুল্ক আরোপ করে গেজেট জারি করেছে এবং বাংলাদেশের রপ্তানি কারকগণ যথারীতি তা পরিশোধ করে রপ্তানি করছে। চূড়ান্ত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক হার নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের নাম	এন্টি-ডাম্পিং শুল্কাহার
সামুদা কেমিক্যাল	৪৬.৯০ ডলার প্রতি মেট্রিক টন
তাসনিম কেমিক্যাল	২৭.৮১ ডলার প্রতি মেট্রিক টন
এ.এস.এম ক্যামিকালস	৪৬.২৯ ডলার প্রতি মেট্রিক টন
অন্যান্য	৯১.৪৭ ডলার প্রতি মেট্রিক টন

এ বিষয়ে আপিল দায়ের এর জন্য গত ২৯ জুন ২০১৭ ইং তারিখে স্টেকহোল্ডারদের পত্র প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি ফলোআপসহ মনিটরিং করা হচ্ছে।

২.৩ ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত ফিশিং নেট রপ্তানির উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত

বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত ফিশিং নেট রপ্তানির উপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউট আরোপের লক্ষ্যে ভারতের এন্টি-ডাম্পিং কর্তৃপক্ষ তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ৩১ মার্চ'২০১৭ তারিখে এন্টি-ডাম্পিং এন্ড এ্যালাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি) কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ ও চীন হতে আমদানিকৃত ফিশিং নেট এর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের তদন্ত শুরুর অবহিতকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে জানানো হয় ভারতের মাছ ধরার জাল উৎপাদনকারী সমিতি বাংলাদেশ ও চীন হতে ফিশিং নেট আমদানির কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মর্মে ডিজিএডি'র নিকট আবেদন করে। ডিজিএডি প্রাথমিকভাবে সে দেশের জাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্টানসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে। আবেদনকারী তদন্তকাল হিসাবে ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কে বিবেচনায় নেওয়ার কথা আবেদনে উল্লেখ করলেও ডিজিএডি ২০১৫ সালের এপ্রিল হতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮ (আঠার) মাস সময়কে তদন্তকাল হিসাবে গণ্য করবে মর্মে নোটিফিকেশনে উল্লেখ করেছে। ভারতীয় ফিশিং নেট শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়কে ডিজিএডি বিবেচনায় নিয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুয়ায়ী, বাংলাদেশ একমাত্র ভারতেই মাছ ধরার জাল রপ্তানি করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা প্রায় ১২ কোটি ৩১ লাখ টাকা। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারতে মাছ ধরার জাল রপ্তানি করে বাংলাদেশের আয় হয়েছিল প্রায় ২৩ লাখ ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা তদন্ত

বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে চাইলে এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নোটিফিকেশন জারির ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে ডিজিএডি'র নিকট আবেদন করতে হবে মর্মে নোটিফিকেশনে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে রপ্তানি কারকদের অবগতির জন্য গত ০২/০৫/২০১৭ ইং তারিখে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় রপ্তানি কারকগণকে যথাসময়ে প্রশ্নমালা পূরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। রপ্তানি কারকগণের অনুরোধে ডিজিএডি কর্তৃপক্ষ প্রশ্নমালা পুরণের সময় ১৬ ই জুন ২০১৭ ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। বিষয়টি ফলোআপ সহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

২.৪. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা কর্মসূচি

২.৪.১ বিভিন্ন জেলায় সেমিনার

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর ভূমিকা ও বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজারে গত ১৮/১০/২০১৬ তারিখে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রির যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজারস্থ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমসহ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্প্যাদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত অত্র সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আলী হোসেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন-এর সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আবু মোরশেদ চৌধুরী। সেমিনারে কক্সবাজার চেম্বারের পরিচালকবৃন্দ, স্থানীয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী গণমাধ্যমকর্মীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনারের সভাপতি কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আলী হোসেন, বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন যুগ্ম-প্রধান মিজ রমা দেওয়ান এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার এবং সেমিনারে সঞ্চালনা করেন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ।

স্বাগত বক্তব্যে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আলী হোসেন উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি দেশই নিজ দেশের শিল্প রক্ষার স্বার্থে কাজ করে থাকে। এ গতিধারায় বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ সরকারও দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার গতিধারা ব্যাখ্যা করেন। এন্টি-

ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে আয়োজিত এ কর্মশালা হতে স্টেকহোল্ডারগণ উপকৃত হবেন বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। মূলত: ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানি রপ্তানি এসবের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে Function Machanism কি হবে সেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কমিশন ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন সুফল এবং কুফল সম্পর্কে (বিশেষত: আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে) সম্যক ধারণা ও সঠিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে এ ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আরো অনুষ্ঠানের আহবান জানান।

সেমিনারের সভাপতি ও প্রধান অতিথি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামুলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা অর্জনে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়সমূহ অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরো বলেন, বিশ্বায়নের যুগে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে উৎপাদন ও বিপণনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার সুযোগ নেই, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কৌশলী হতে হবে, বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন যে, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ শুল্ক আইন ১৯৬৯ (৪ নং আইন) এর ধারা 18B, 18A, 18E এর ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও সেইফগার্ড মেজার্স আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্য প্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্ত কাজ

পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ প্রদান করেন। বাংলাদেশে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের শর্ত হল: (১) বিদেশ হতে ডাম্পিং মূল্যে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি করা হয়েছে, (২) ডাম্পিংকৃত পণ্যের আমদানির ফলে অনুরুপ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং (৩) ডাম্পিংকৃত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে। কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের শর্ত হল : (১) বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যে রপ্তানিকারক দেশ ভর্তুকি প্রদান করছে, (২) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে অনুরুপ পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং (৩) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে। সেইফগার্ড মেজার্স আরোপের শর্ত হল: (১) বাংলাদেশে কোন আমদানিকৃত পণ্যের আমদানির পরিমাণ এত বেশি হয় যে, তা কোন স্থানীয় শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা দেখা দেয়।

পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের যুগ্ম-প্রধান মিজ রমা দেওয়ান ও গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মহিনুল করিম খন্দকার । জনাব মহিনুল করিম ট্যারিফ কমিশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতা উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ট ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত ''বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠিত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। মিজ রমা দেওয়ান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা যেমন-এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড ব্যবস্থা সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন। ডাম্পিং কি, ভর্তুকি কি এবং অতিমাত্রায় আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে কি কি করণীয় এবং বিশেষত: যথাযথ তথ্যসহ কমিশনে আবেদন করা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। তিনি বাংলাদেশ কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং অভিযুক্ত পণ্য কোন দেশের সাথে জড়িত সেসব ক্ষেত্রে গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের অবহিত করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহনকারিবৃন্দের একাংশ

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, পরিচালক, কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি বলেন দাম বেড়েছে এ অজুহাতে বিদেশ থেকে লবণ আমদানি করা হচ্ছে। শুধুমাত্র প্যাকেট লবণের জন্য মূল্য নির্ধারিত থাকে। এক্ষেত্রে দাম ঠিক কতটুকু বাড়লে ক্রাইসিস হিসেবে গণ্য হবে তা নির্ধারণ করা দরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লবণ আমদানির জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকে। অতিরিক্ত লবণ আমদানির কারনে লবণচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে জনাব আতিক বলেন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কাঁচামাল হিসাবে কিছু লবণ আমদানি করা হয়। চেম্বার অব কমার্স এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মোরশেদ বলেন এবারই লবণ চাষীরা সরকারের লজিষ্টিক সাপোর্ট পেয়েছে। লবণের ফলন বেশি হওয়ার কারণে চাষীরা ভাল মূল্য পেয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), কক্সবাজার বলেন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লবণের মৌসুম শুরু হয় এবং ১৫মে পর্যন্ত চলে। মৌসুমের মধ্যে বৃষ্টি না হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। লবণ চাষী সমিতির সদস্য জনাব আফসার উদ্দিন বলেন, লবণের জাতীয় উৎপাদন ও দেশের মোট চাহিদা নির্ধারণ করা দরকার। বাংলাদেশে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। লবণের মূল্য হ্রাস পেলে লবণ চাষে নিয়োজিত চাষীরা নিরুৎসাহিত হয়ে যায়।

বিসিক এর প্রতিনিধি বলেন, সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে চাষী লবণ চাষ করে কিন্তু চাষী সঠিক দাম পান না। আবার একটা পক্ষ সবসময়ই আমদানির পক্ষে কাজ করে। গতবছর জেলা প্রশাসকের ভূমিকার জন্য আমদানির পক্ষে থাকা শক্তিটি তেমন কাজ করতে পারেনি। কোরবানির সময় লবণের দাম বৃদ্ধি পেলে প্রভাবশালীরা অল্পদামে চামড়া কিনে লবণ আমদানির পক্ষে থাকে এবং লবণ আমদানিকে উৎসাহিত করে। কৃষকরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করে যে মূল্যে বিক্রি করে, প্যাকেটজাত লবণ তার চেয়ে দশ-বার গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। এক্ষেত্রে মিল মালিকের বিরাট ভূমিকা থাকে।

ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন বলেন কক্সবাজারের শুঁটকি ঐতিহ্যবাহী একটি সামুদ্রিক পণ্য। পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত থেকে নিম্নমানের শুঁটকি বা শুঁটকি আকৃতির পণ্য আমদানি হচ্ছে যা দেশের শুঁটকির বাজার অস্থিতিশীল করছে। ভারতের আমদানি করা লইট্যা শুঁটকির দাম প্রতি কেজি ১৫০-২০০ টাকা কিন্তু একই শুঁটকি কক্সবাজারে প্রতি কেজি ২০০-৪০০ টাকা। ফলে ভারত হতে কম দামে আনা শুঁটকি কক্সবাজারের ভাল শুঁটকিকে টিকে থাকতে দিচ্ছেনা। বিষয়টি মনিটরিং করা দরকার।

মিল্ক প্রোডাক্টস উৎপাদনকারি এসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, নামে বেনামে বিভিন্ন সময় গুঁড়া দুধ আমদানি করা হয়। বাছুরকে খাওয়ানোর নামে মিল্ক রিপ্লেস করে ডেইরি সেক্টরকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ৩২-৩৩টি ছোট ছোট খামার ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা খুবই জরুরী।

চাল ব্যবসায়ী কাজল পাল চালের দাম প্রসংগে জানান যে, ১০ বছরে চালের দাম তেমন বাড়েনি। কিন্তু বাইরে থেকে চাল আমদানির ফলে চাল ব্যবসায়ী বিশেষ করে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারিবৃন্দ

কাঁকড়া রপ্তানিকারক সমিতির সদস্য বলেন, কাঁকড়া রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ট্যাক্স মওকুফ সুবিধাসহ রপ্তানি সাবসিডি দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সরকারের কাছে সুপারিশ করতে অনুরোধ করেন।

সেমিনারের আলোচ্য সূচির উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা, উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সভাপতিগণের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং স্থানীয় কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীগণের প্রশ্নাবলী বিষয়ে প্রধান অতিথি জবাব দেন। এ পর্যায়ে সভাপতি কমিশন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত সকলকে সম্যক ধারণা দেন এবং সকলকে কমিশনের সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। বিশ্বায়নের সুফল পেতে বিদেশী পণ্যের

সঙ্গে দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে হবে। কত দামের কোন পণ্য রপ্তানি করতে পারবে, একইভাবে কি কি পণ্য কত দামে আমদানি করা যাবে তা জানতে হবে। এজন্য কাস্টমস এর ভূমিকা, পণ্যের কোড নাম্বার/এইচ এস কোড বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার এবং এসব বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে দেশের সাফল্য বয়ে আনা সম্ভব।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ গত ১৯-১০-২০১৬ইং এবং ২০-১০-২০১৬ তারিখে কক্সবাজারে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। প্রথমে কক্সবাজারের ঝিলংজায় অবস্থিত কুলিয়ারচর সি ফুডস (কক্সবাজার) লিঃ পরিদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, ১০০% রপ্তানিমুখী, যার ব্রান্ড - মেহনাজ। এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮০ মে:টন প্রতিদিন। কোল্ড স্টোরেজ এ ধারণ ক্ষমতা ২৭৫০ মে:টন। গুণগত মানের নিশ্চয়তায় দেশের বৃহত্তম ফ্রোজেন ফুড এর রপ্তানিকারক। প্রতিষ্ঠানটি গলদা/বাগদা চিংড়ি ইউএসএ, কানাডা, ইউকে, বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, মরক্কো, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ইতালী, স্পেন এবং জাপান এ রপ্তানি করে। এরপর সাগর ফিস এক্সপোর্টস লিঃ, এয়ারপোর্ট রোড, কক্সবাজার পরিদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি একমাত্র পোয়া মাছ ড্রাই ফিস হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করে। প্রতিষ্ঠানটি হংকং, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে। এছাড়া পরিদর্শনকৃত কক্সবাজার সী ফুডস নামক প্রতিষ্ঠানটি কক্সবাজার শহর হতে প্রায় ১৫ কিমি. দূরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির মূল রপ্তানিকৃত পণ্য চিংড়ি মাছ। প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। এমকেএ হ্যাচারী কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারী। হ্যাচারিটি আমেরিকার হাইওয়ে অঙ্গারাজ্য হতে মা চিংড়ি আমদানি করে এবং তা হতে পোনা উৎপাদন করে।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত এমকেএ হ্যাচারী

সেমিনারের ফলাফলঃ

(ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে এ বিষয়টি অত্র সেমিনারের মাধ্যমে কক্সবাজারের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ অবহিত হয়;

(খ) অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সকল কার্যক্রমসহ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স ব্যবহার বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়;

(গ) দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণ যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এবং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নিকট আবেদন করবেন মর্মে সেমিনারে জানানো হয়;

(ঘ) কক্সবাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ এই প্রথম এ ধরনের সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারল এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সেমিনার আয়োজনের অনুরোধ করা হয়;

(ঙ) সেমিনারে অংশগ্রহণকারি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের দলটি রপ্তানিমূখী পণ্যের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে সমস্যাবলীর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

২.৪.২ মাঠ পর্যায়ে সেমিনার

দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রানার গ্রুপের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বিস্তারিত বিবরণঃ

দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ মার্চ'২০১৭ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে রানার গ্রুপের সম্মেলন কক্ষ ১৩৮/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-তে বাংলাদেশ মোটর সাইকেল ম্যানুফেকচারার এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মোটর সাইকেল এসেম্বলার এ্যাসোসিয়েশন, আন্তর্জাতিক বিজনেস ফোরাম বাংলাদেশ ও মোটর সাইকেল শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান এবং সভাপতিত্ব করেন রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব হাফিজুর রহমান খান। এছাড়াও বর্ণিত সেমিনারে কমিশনের যুগ্ম-প্রধান (চ.দা.) মিজ রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান (চ.দা.) জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ও জনাব মহিনুল করিম খন্দকার অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব হাফিজুর রহমান খান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সাধুবাদ জানান। ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মাঝে মাঝে এ ধরনের সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজনের উপরে তিনি গুরুত্বারোপ করেন । সভাপতি সেমিনারে আগত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন যেহেতু দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংরক্ষণে কাজ করে, সেজন্য তারা যেন কমিশনের প্রয়োজনের নিরীখে তথ্য/উপাত্ত, তাদের মূল্যবান মতামত এবং চাহিত কাগজপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করে কমিশনকে সহায়তা করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষার্থে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সর্বশেষ তিনি কমিশনের এমন উৎসাহমূলক কার্যক্রমের জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধরণের কর্মসূচি আরো অনুষ্ঠানের আহবান জানান।

চিত্র-সেমিনারের ব্যানার

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান বলেন যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান, উৎপাদন ব্যয়, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন যে, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীবৃন্দের মধ্যে এ সকল বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতনতার যথেস্ট অভাব রয়েছে। ব্যবসায়ী মহলকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে এ সেমিনারের আয়োজন।

সেমিনারে উপস্থিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা, শিল্প-সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান, শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশীয় পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দেশীয় শিল্প-সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন এবং Unfair Trade প্রতিকারের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমগুলো সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন করে থাকে। তিনি জানান যে, স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বিশ্বের প্রতিযোগিতামুলক বাজারে টিকে রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহিতকরণসহ, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম ও চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ট ও প্রায়োগিক

পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে কমিশনের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠিত করে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' নামে পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কোন কোন পণ্যের রপ্তানি বা আমদানির ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং অভিযুক্ত পণ্য কোন দেশের সাথে জড়িত সেসব ক্ষেত্রে গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি ব্যবসায়ীদের অবহিত করেন। সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য কমিশনের আইন-কানুন সংশোধনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রতি আহবান জানান।

চিত্র-: সেমিনারে প্রধান অতিথি ও সভাপতি

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় চারটি সেশনের মাধ্যমে। প্রথম সেশনে উপ-প্রধান (চ.দা.) জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও কার্যক্রম, দ্বিতীয় সেশনে যুগ্মপ্রধান (চ.দা.) মিজ রমা দেওয়ান এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক বিষয়ে, তৃতীয় সেশনে গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ কাউন্টারভেইলিং মেজার্স এবং চতুর্থ সেশনে গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে উপস্থাপন করেন। প্রতিটি সেশন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম, আইন ও বিধি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। মিজ রমা দেওয়ান ডাম্পিং, এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স গ্রহণের শর্ত, এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের ধাপ, তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ তার উপস্থাপনায় সাবসিডি, সাবসিডির প্রকারভেদ, সাবসিডির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং মেজার্স গ্রহণ,

কাউন্টারভেইলিং মেজার্স এর শর্ত, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি তুলে ধরেন। জনাব মহিনুল করিম খন্দকার সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণের শর্ত, সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ পদ্ধতি এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তুলে ধরেন। অধিকন্তু কমিশনের কর্মকর্তাগণ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সেমিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহিত হয়ঃ

ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলকে সচেতন করতে এ ধরণের সেমিনারের আয়োজন অব্যাহত রাখা;

খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ী মহলকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.৪.৩. দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রতিবেদন।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণে ও অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে শিল্পদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৩০ এপ্রিল'২০১৭ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ আব্দুল মান্নান এবং সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সদস্য ও সরকারের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। এছাড়াও বর্ণিত সেমিনারে কমিশনের যুগ্মপ্রধান (চ. দা.) মিজ রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, উপ-প্রধান (চ. দা.) জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা, সহকারী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সদস্য ও সেমিনারের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। প্রত্যেকটি কোম্পানির নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্যের মান, উৎপাদন ব্যয়, আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। সভাপতি তার বক্তব্যে আরো বলেন যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার্থে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীবৃন্দের মধ্যে এ সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে অসচেতনতা লক্ষ্য করা করা যায়। ব্যবসায়ী মহলকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স) গ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এ সেমিনার আয়োজনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান বলেন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন যেহেতু ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে; এলক্ষ্যে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে তাদের যে কোনো আবেদনের সংগে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

চিত্র-: সেমিনারের ব্যানার

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ দুটি সেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় । প্রথম সেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা, ভিশন, মিশন, কার্যাবলী, কমিশনের গঠন, কমিশনের আইন-বিধি এবং সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনের অর্জনসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ। দ্বিতীয় সেশনে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে কমিশনের যুগ্মপ্রধান (চ: দা:) মিজ রমা দেওয়ান উপস্থাপনা করেন। উক্ত সেশনে এন্টি-ডাম্পিং কী, এই ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বশর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ এবং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। এছাড়াও কাউন্টার

ভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স কী, এই ব্যবস্থা দুটি গ্রহণের পূর্বশর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ এবং পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। প্রতিটি সেশন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে অংশগ্রহনকারিবৃন্দের একাংশ

সেমিনারে উপস্থিত এ্যাডহেসিভ ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের মহাসচিব জনাব আতিকুল ইসলাম বলেন, দেশীয় শিল্প বিশেষ করে জুতা ও চামড়া শিল্পে বেশি পরিমাণে এ্যাডহেসিভ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম পোর্ট দিয়ে কম মূল্য দেখিয়ে প্রতি বছর বহু জুতা আমদানি হয়। এছাড়াও জুতা আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারকগণ বন্ডেড সুবিধা পেয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে দেশীয় জুতা শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না বিধায় এ্যাডহেসিভ এর ব্যবহারও দিন দিন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্পূর্ণায়িত এ্যাডহেসিভ কমমূল্যে আমদানি এবং এ্যাডহেসিভ উৎপাদনের কাঁচামালের উপর উচ্চ শুল্কহারের কারণে এই শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশনের যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মতিন বাংলাদেশ কোন পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করেছে কিনা এবং ভারত বাংলাদেশের কোন কোন পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে সেসব বিষয়ে জানতে চান। বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ পারভেজ হোসেন বলেন যে, এ ধরনের একটি সচেতনতামূলক সেমিনারের মাধ্যমে ট্যারিফ কমিশনের সাথে তাদের দূরত্ব অনেকাংশে কমে গেলো। তিনি আরো বলেন যে, তাদের কাছে যে বিষয়গুলো অস্পষ্ট ছিল সেগুলো এই সেমিনারের বক্তব্য ও আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো। সেমিনারে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট ম্যানুফেকচ্যারিং এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এ্যাডহেসিভ ম্যানুফেকচ্যারিং এসোসিয়েশন এর বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সভাপতি ও কমিশনের

কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ কারীবৃন্দের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করে এমন একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচী আয়োজন করার জন্য এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সেমিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহিত হয়ঃ

ক) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলকে সচেতন করতে এ ধরণের সেমিনারের আয়োজন অব্যাহত রাখা;

খ) বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.৫. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ভুক্ত ০৩(তিন)টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির প্রথমটি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, বুধবার সকাল ১১ টায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপি "এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কমিশনের মিলনাতনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন ।বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব মুশফেকা ইকফাৎ সকলকে স্বাগত জানিয়ে এ প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম সদস্য হিসেবে এ সংস্থার বিধি-বিধান অনুসরণ করে বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে টিকে থাকতে হলে বর্তমানে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ক তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। তিনি বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা অর্জনে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরো বলেন বিশ্বায়নের যুগে কোন দেশ এককভাবে উৎপাদন ও বিপণনের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার সুযোগ নেই, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কৌশলী হতে হবে, এ ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে আলোচনায় মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান। তিনি এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বিশ্বের

অধিকাংশ দেশ এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স প্রয়োগ করছে তবে বাংলাদেশ যথাযথ তথ্যের অভাবে কোন এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স গ্রহণ করতে পারেনি মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়ার আহবান জানান। বর্তমানে পাকিস্তান বাংলাদেশী পণ্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে এবং ভারতও কয়েকটি বাংলাদেশী পণ্যের উপর ডাম্পিং এর অভিযোগ তদন্ত করেছে মর্মে সকলকে অবহিত করেন। অতঃপর জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা উপ-প্রধান, এন্টি-ডাম্পিং সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। তিনি ডাম্পিং কি?, ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত, শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া, আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি এবং এগুলোর উৎসসমূহ, দেশীয় শিল্প হিসেবে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনকারীর যোগ্যতা, আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, অনুরূপ পণ্য, Casual Link, ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি এবং ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ সমূহের ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের সদস্য জনাব আব্দুল কাইয়ুম এবং প্রশিক্ষক হিসেবে পেপার পেশ করেন জনাব আব্দুল লতিফ, গবেষণা অফিসার, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। মডারেটর জনাব আব্দুল কাইয়ুম, কাউন্টারভেইলিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ফলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি হলে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষন করা যায় মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়াসহ তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আহবান জানান। জনাব আব্দুল লতিফ, গবেষণা অফিসার, বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। তিনি কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত, বিধিমতে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া, আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি এবং এগুলোর উৎসসমূহ, দেশীয় শিল্প হিসেবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের আবেদনকারীর যোগ্যতা, আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, অনুরূপ পণ্য, Casual Link, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের কারণে স্বার্থহানি এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেইফগার্ড বিষয়ক অধিবেশনে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। এ অধিবেশনে সেইফগার্ড বিষয়ে পেপার পেশ করেন জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, সহকারি প্রধান,বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।মডারেটর জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান সেইফগার্ড ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সেইফগার্ড মেজার্স ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মর্মে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়াসহ তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আহবান জানান।জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সেইফগার্ড মেজার্স

এর উপর পেপার উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ফেয়ার ট্রেড এর ক্ষেত্রে ও সেইফগার্ড গ্রহন করা যায়। তিনি সেইফগার্ড মেজার্স আরোপের পূর্বশর্ত, শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া, আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি এবং এগুলোর উৎসসমূহ, দেশীয় শিল্প হিসেবে সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণে আবেদনকারীর যোগ্যতা, আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, অনুরূপ পণ্য, সেইফগার্ড এর সময়কাল, অধিক আমদানির কারণে স্বার্থহানি এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহের ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান মুশফেকা ইকফাৎ সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিকট প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে মেসার্স ওয়ালটনের প্রতিনিধি জনাব সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক কমিশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন এ প্রশিক্ষণে সকলে উপকৃত হয়েছেন, চেয়ারম্যান মহোদয়কে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ রকম প্রশিক্ষণ আরো বেশি করে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। পরিশেষে কমিশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এপিএ ভুক্ত ০৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির দ্বিতীয়টি গত ০৭ ফেব্রুযারি ২০১৭ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় জীবন বীমা টাওয়ারের কনফারেন্স রুমে (লেবেল-৩) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের উদ্যোগে এবং মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর সহযোগিতায় এন্টি-ডাম্পিং,কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এম আশরাফুল আলম, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সদস্য ও সরকারের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এম আশরাফুল আলম। তিনি দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে সক্ষমতা অর্জনে এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান বলেন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে সক্ষমতা অর্জনে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনেক গুরুত্ব বহন করে। বিশ্বায়নের যুগে অবাধ প্রতিযোগিতার কারণে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে উৎপাদন ও বিপণনে কর্তৃত্ব বজায় রাখার সুযোগ নেই। সকল ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। এ প্রশিক্ষণ

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের পরিচিতি ও এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের যুগ্ম-প্রধান মিজ রমা দেওয়ান। এ অধিবেশনে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সদস্য জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। মিজ রমা দেওয়ান পাওয়ার পয়েন্টে ডাম্পিং, ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের পূর্বশর্ত, আবেদনকারীর শর্ত, শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া, আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি এবং এগুলোর উৎসসমুহ, দেশীয় শিল্প হিসেবে ডাম্পিং বিরোধি শুল্ক আরোপের আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, অনুরূপ পণ্য, কার্যকারণ সম্পর্ক (Causal Link), ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি এবং ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমুহের ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতঃপর এ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয়। এ পর্যায়ে মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স জনাব আবুল বাশার হাওলাদার বলেন মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে। এটা দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির সক্ষমতা রাখে। কিন্তু চীন হতে কম মূল্যে এবং মূলধনি যন্ত্রপাতির সাথে মিস ডিক্লারেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য আমদানি হওয়ায় অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি ডাম্পিংকৃত পণ্যের রপ্তানি মূল্য সংশ্লিষ্ট দেশ হতে কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে জানতে চান। জবাবে মিজ রমা দেওয়ান এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ আবেদন করার পরামর্শ দেন। এছাড়া রপ্তানি মূল্য সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে পণ্যটি ক্রয়ের রসিদ, কোম্পানির মূল্য তালিকা, প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে মর্মে জানান। মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি জনাব রাকিবুল ইসলাম (ডেপুটি ডাইরেক্টর) ডাম্পিং বিষয়ে ইতোপূর্বে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাটারীর উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশন: কাউন্টারভেইলিং সংক্রান্ত বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব আব্দুল লতিফ। তিনি বলেন প্রতিটি দেশই দেশীয় শিল্প রক্ষার স্বার্থে কাজ করে থাকে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সচেতন হওয়ার আহবান জানান। তৃতীয় অধিবেশন: সেইফগার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে পেপার উপস্থাপন করেন কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার। তিনি বলেন প্রতিটি দেশই দেশীয় শিল্প রক্ষার স্বার্থে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা ও

ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। জনাব মহিনুল করিম খন্দকার পাওয়ার পয়েন্টে সেইফগার্ড, সেইফগার্ড মেজার্স আরোপের পূর্বশর্ত, শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া, আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি এবং এগুলোর উৎসসমূহ, দেশীয় শিল্প হিসেবে সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণে আবেদনকারীর যোগ্যতা, আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, অনুরুপ পণ্য, সেইফগার্ড এর সময়কাল, Causal Link, অধিক আমদানির কারণে স্বার্থহানি এবং সেইফগার্ড মেজার্স গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহের ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এম আশরাফুল আলম কমিশনকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স এর মত গুরুত্বপূর্ণ ও অতিজরুরি বিষয়াদি পুংঙ্খানুপংঙ্খরুপে উপস্থাপন ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি কমিশনকে এ সকল অনুষ্ঠান আরও আয়োজনের অনুরোধ করেন। অতঃপর সকলকে পূনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এপিএ ভুক্ত ০৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির তৃতীয়টি গত ১৪ জুন'২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে সচেতনতা সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সচেতনতা সেমিনার ও প্রশিক্ষণে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বেগম মুশফেকা ইকফাৎ। এছাড়াও বর্ণিত সচেতনতা সেমিনার ও প্রশিক্ষণে কমিশনের যুগ্মপ্রধান (চ.দা.) মিজ রমা দেওয়ান, উপ-প্রধান জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা, সহকারী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সভাপতির অনুমতিক্রমে সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সদস্য জনাব শেখ আব্দুল মান্নান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে একটি রুল বেইজড প্রতিষ্ঠান যা বিশ্ব বাণিজ্যে ফেয়ার ট্রেড নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সমতা বাণিজ্য নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স এর বিষয়গুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নানা কার্যকলাপ তুলে ধরেন। এ লক্ষ্যে বিশেষ দিনে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিসে কর্মসূচি পালন ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের পরিস্থিতিতে তদন্তের ক্ষেত্রে কি ধাপ অনুসরণ করতে হবে তা এ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হতে জেনে নেওয়ার আহবান জানান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় তিনটি সেশনের মাধ্যমে। প্রথম সেশনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা, ভিশন, মিশন, কার্যাবলী, কমিশনের গঠন, কমিশনের আইন-বিধি

এবং সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনের অর্জনসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ। দ্বিতীয় সেশনে এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স সম্পর্কে কমিশনের যুগ্মপ্রধান (চ.দা.) মিজ রমা দেওয়ান উপস্থাপনা করেন। উক্ত সেশনে এন্টি-ডাম্পিং কী, এই ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্বশর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ এবং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। তৃতীয় সেশনে কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সম্পর্কে কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মহিনুল করিম খন্দকার উপস্থাপনা করেন। কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স কী, এই ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্বশর্ত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ এবং পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। প্রতিটি সেশন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত রহিম আফরোজ স্টোরস এর চিফ অপারেটিং অফিসার জনাব রাফিত হোসেন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সময়ে সরকার স্ব-উদ্যোগে পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান। তিনি এ ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প রক্ষায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর উপ-পরিচালক জনাব অনুপ কান্তি সাহা অত্যন্ত সাবলীল ও সহজবোধ্য ভাষায় বিষয়গুলো উপস্থাপনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তুরস্ক কর্তৃক গার্মেন্টস শিল্পে আরোপিত সেইফগার্ড শুল্ক বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানান। এছাড়াও এ বিষয়ে ট্যারিফ কমিশনকে আরও উদ্যোগী ভূমিকার কথা বলেন। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট হতে মিজ খালেদা বেগম মাইফুল, জুনিয়র সহযোগী গবেষক পিটিএ, এফটিএ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের গবেষণা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান। সেমিনারে বাংলাদেশ এ্যাকুমুলেটর এন্ড ব্যাটারী ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফিশিং নেট রপ্তানি কারকবৃন্দ, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মহোদয় সবাইকে বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

৫. সমীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের এন্টি-ডাম্পিং প্র্যাকটিস বিষয়ক সমীক্ষা (Study on Anti-dumping practices in the neighboring countries of Bangladesh).

এই সমীক্ষায় বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের এন্টি-ডাম্পিং প্র্যাকটিস জানার প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা অধিকতর এন্টি-ডাম্পিং কেসের সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশি

বাজারে এন্টি-ডাম্পিং এর সম্মুখীন হলে সেক্ষেত্রেও সহায়তা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যবসায়ের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

এন্টি-ডাম্পিং মেজার্স নিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে এমন কর্মকর্তাগণের দ্বারা এন্টি-ডাম্পিং এর ব্যবহার বৃদ্ধিকে কিছুটা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ভারতের Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties (DGAD) তে এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে ৭টি দল কাজ করছে। প্রত্যেকটি দলে একজন অনুসন্ধান কর্মকর্তা এবং একজন কস্ট কর্মকর্তা রয়েছে। অপরদিকে চীনে Bureau of Fair Trade for Imports & Exports (BOFT) ডাম্পিং তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে। বর্তমানে BOFT এ ৭টি ডিভিশন এবং আনুমানিক ৮০ জন জনবল রয়েছে। অধিকন্তু Bureau for Industry Injury ক্ষতিপূরণ তদন্ত এবং কার্যকারণ (Causal Link) তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে। এন্টি-ডাম্পিং তদন্ত পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের DGAD এর অরগানোগ্রাম এর অনুরুপ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের অরগানোগ্রাম প্রস্তাব করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারকে এন্টি-ডাম্পিং কেস সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। সরকার এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য ডাম্পিং এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষতির জন্য দেশীয় বাজার ব্যবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদারক করা উচিত। যদি এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে এন্টি-ডাম্পিং এর পিটিশন দাখিল করা এবং তদন্ত শুরু করার উদ্দ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থরক্ষার্থে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আন্তর্জাতিক একাউন্টিং এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা এন্টি-ডাম্পিং কেসের জন্য পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান এবং ভাল ধীশক্তি থাকতে হবে।

বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা আরও উৎসাহিত করা উচিত যাতে দেশীয় শিল্পকে দক্ষভাবে সুরক্ষা দেয়া ছাড়াও এন্টি-ডাম্পিং প্রয়োগের জবাব সক্রিয়ভাবে দিতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে আইনগত অধিকার ও ব্যবসায় স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে বাণিজ্য বিরোধ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Dispute Settlement Body তে নেয়ার জন্য সরকারের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ ধরণের যৌথ প্রচেষ্ঠায় এন্টি-ডাম্পিং কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকে হ্রাস করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ আরও লাভবান হতে পারে।

বাংলাদেশের বাইসাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ বিষয়ে সমীক্ষা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নিয়মিত কাজের অংশ হিসাবে স্ব-উদ্যোগে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের বাইসাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ বিষয়ে সমীক্ষা কমিশনের স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষার একটি । ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কমিশনে 'Study on Bicycle industries in Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়। বাংলাদেশে এবং বিশ্বে বাইসাইকেল একটি অতিপরিচিত, সহজলভ্য ও জনপ্রিয় বাহন। এ বাহনটি পরিবেশবান্ধব, কম ব্যয়বহুল, ছোটখাট রাস্তায় চলাচলের উপযোগি ও শরীরের জন্য খুবই উপকারী ব্যায়ামের বাহন হিসাবেও কাজ করে । বিশ্বে বিভিন্ন দেশে এখন সাইকেল চালনাকে স্বাস্থ্যপ্রদ, নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী এবং যানজট নিরসনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে পরিবেশবান্ধব বাহন হিসেবে এই দুই চাকার বাহন বাইসাইকেল জনপ্রিয়তালাভ করেছে। বাড়ছে এর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি সাইকেল যুক্তরাজ্য, জার্মানি, হল্যান্ড, ইতালি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল, আফ্রিকান দেশসমুহ ও কানাডাসহ বেশ কয়েকটি দেশে চাহিদা আছে এবং এ সমস্ত দেশে রপ্তানি হচ্ছে তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইসি) বাংলাদেশী বাইসাইকেলের বড় বাজার। এ দেশ হতে ১৯৯৫ সালের দিকে প্রথম সাইকেল রপ্তানি শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান বাইসাইকেল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলেও এ সকল প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ পণ্য দেশীয় বাজার অপেক্ষা রপ্তানি বাজার নির্ভর, ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে বাইসাইকেলের চাহিদা আমদানি করে পূরণ করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশীয় বাইসাইকেল অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন এবং উৎপাদন খরচ আমদানিকৃত বাইসাইকেল অপেক্ষা বেশি। এখন উৎপাদন খরচ আর গুণগতমানের বিবেচনায় বাংলাদেশের বাইসাইকেল বিশ্ববাজারে রপ্তানি র জায়গা করে নিয়েছে। ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশী বাইসাইকেল পঞ্চম অবস্থানে আছে। দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রকৌশল শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে বাইসাইকেলের অবদান ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রথমদিকে মাত্র কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান রপ্তানি শুরু করলেও বর্তমানে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাইসাইকেলসহ খুচরা যন্ত্রাংশ রপ্তানি করছে। মেসার্স মেঘনা গ্রুপ ছাড়াও মেসার্স জার্মান বাংলা, মেসার্স আলিতা ও মেসার্স নর্থবেঙ্গল নামক প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে তাদের কারখানা থেকে উৎপাদিত বাইসাইকেল বিদেশে রপ্তানি করছে। মেঘনা গ্রুপের তিনটি বাইসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যথাক্রমে মেসার্স ট্রান্সওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল কোম্পানি লিমিটেড, মেসার্স ইউনিগ্লোরি সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং মেসার্স মাহিন সাইকেলস লিমিটেড । অতিসম্প্রতি মেসার্স প্রাণ আরএফএল গ্রুপ বড় পরিসরে বাইসাইকেল শিল্প স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করেছে। মেসার্স প্রাণ আরএফএল বাইসাইকেল উৎপাদনের লক্ষ্য দেশের

চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে এ পণ্যটি রপ্তানি করা। ইতোমধ্যে মেসার্স প্রাণ আরএফএল গ্রুপ স্থানীয় বাজারে সাইকেল বিক্রয় ও বাজারজাত করছে।

বাংলাদেশের বাইসাইকেল বিক্রয়ের অতি পুরাতন বড় বাজার ঢাকার বংশালে অবস্থিত। বাংলাদেশের বংশালকে বাইসাইকেল বিক্রির 'হাব' বলা যায়। বংশালের উদ্যোক্তা ও বিক্রেতাদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে প্রায় অর্ধেক দামে বাইসাইকেল রপ্তানি করে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশ বাইসাইকেল ছাড়াও ইউরোপের বাজারে বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ রপ্তানি করছে এবং আরও রপ্তানি র সুযোগ রয়েছে । বাইসাইকেল উৎপাদন শিল্পটি জ্বালানি এবং খুব বেশি প্রযুক্তি নির্ভর না এবং চাহিদা থাকার কারণে দ্রুত বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের টায়ার রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মেঘনা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ ইউরোপের বাজারে প্রায় ৫০ কোটি টাকার টায়ার রপ্তানি করছে। তাদের মতে, এ খাত থেকে বছরে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত বাইসাইকেল রপ্তানি র সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে ইউরোপ। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বাইসাইকেল রপ্তানি হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে বাইসাইকেলের বৈশ্বিক বাজারের আকার ৬ হাজার ৪০০ কোটি ডলার হতে পারে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্র জানায়, বাংলাদেশ হতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বাইসাইকেল রপ্তানি হচ্ছে। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানি করে আয় হয় ১০৫.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ও সমপরিমাণ রপ্তানি আয় হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ১১২.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ রপ্তানি হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১২৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ খাত হতে রপ্তানি আয় হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি ৯৯.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা কম।

বিশ্বে বাইসাইকেল উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশের শীর্ষে রয়েছে চীন। বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, বিশ্বে মোট বাইসাইকেল উৎপাদনের ৫১ দশমিক ৬ ভাগই উৎপাদন হয় চীনে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ইন্দোনেশিয়া ১৩ দশমিক ২ ভাগ, তৃতীয় অবস্থানে ভারত ১২ দশমিক ২ ভাগ। বিশ্বে বাইসাইকেল রপ্তানি র বড় বাজার যুক্তরাজ্য। তারপর জার্মানি, বেলজিয়াম ও আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথে বাইসাইকেল একটি বড় ধরনের খাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ খাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎপাদন ও বিনিয়োগে এবং বাজার সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বাইসাইকেল রপ্তানি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত আছে।

৬ .বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

২. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর উপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৬. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৭. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;

৮. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান;

৯. Anti-dumping cases faced by Bangladesh: A lesson learned and way forward সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০. Countervailing practices in the neighboring countries of Bangladesh সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেষ্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়া, নিয়মিত ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করছে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্য মূল্য মনিটরিং' - এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ বিষয়ক" একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

২. বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যাবলী

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যসমূহআমদানিকৃত Waste & Scrap of Tinned Iron or Steel (স্প্রিং স্ক্রাপ) ছাড়করণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

মেসার্স নজরুল এন্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ গত ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখার মাধ্যমে সোনামসজিদ স্থল শুল্ক বন্দর শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দিয়ে ৩০ মেট্রিক টন Waste & Scrap of Tinned Iron or Steel (স্প্রিং স্ক্রাপ) আমদানি করে। পণ্য চালানটি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কায়িক পরীক্ষা করে গাড়ীর বিভিন্ন সাইজের পুরাতন স্প্রিং আমদানি হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর ২৯ নং অনুচ্ছেদের 'খ' অংশ (আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা) এর ৪ নং ক্রমিক অনুযায়ী ["এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেন্ডারি বা সাব-স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি বা নিম্নমানের পণ্য অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুনঃসংস্কৃত (রিকন্ডিশন) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও স্টক লটের পণ্য"] আমদানি নিষিদ্ধ বলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্য চালানটি ছাড়করণের অনুমতি প্রদান করেন নাই। মেসার্স নজরুল এন্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ তাঁদের আটককৃত পণ্য চালানটি ছাড়করণের নিমিত্ত Clearance Permit (CP) জারীর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। কিন্তু আমদানি নীতি আদেশের উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী Clearance Permit (CP) জারীর সুযোগ নেই মর্মে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮ এর ২৪নং অনুচ্ছেদের (৩৫) নং উপ অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্ত উল্লেখ করে ["(ক) কেবল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানিস্বত্ব অনুসারে আয়রণ ও স্টীল ওয়েস্ট এন্ড ক্র্যাপ (এইচএসকোড হেডিং নম্বর ৭২.০৪ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণী বিন্যাসযোগ্য সকল এইচএসকোড) আমদানিকরিতে পারিবে''] বিষয়টি পুনঃ বিবেচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে। এরই প্রেক্ষিতে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮ অনুচ্ছেদ ৪(ঙ) অনুযায়ী বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমদানিকৃত পণ্য শিল্প ব্যবহারের উপযোগিতা এবং আমদানি পদ্ধতির যথার্থতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ও প্রযোজ্যমতে সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায়। ৪(ঙ) অনুযায়ী ''কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং ট্যারিফ কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে''।

সুপারিশ:

দেশীয় শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও নতুন কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় এনে মেসার্স নজরুল এন্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ কর্তৃক আমদানিকৃত ৩০ মেট্রিক টন Waste & Scrap of Tinned Iron or Steel টুকরা টুকরা করে বিশেষ বিবেচনায় ছাড়করণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Clearance Permit (CP) জারীর অনুমতি প্রদান বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

ভারত থেকে কনডম এবং ইনসুলিন দেওয়ার সিরিঞ্জ ভ্যাট ও ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পূর্বক আমদানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন।

ভারত থেকে কনডম এবং ইনসুলিন সিরিঞ্জ ভ্যাট ও ট্যাক্স থেকে অব্যাহতিপূর্বক প্রতি মাসে ২ লক্ষ পিস কনডম এবং ৪০ হাজার পিস ইনসুলিন সিরিঞ্জ আমদানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে আপন সমাজ কল্যাণ সংস্থাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। এরই প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। আপন সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ ও মানব হিতৈষী সংগঠন। সংস্থাটি ২০১৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ সেবা অধিদপ্তর ঢাকা জেলা থেকে রেজিঃ নং-ঢ-০৯২১০ নিবন্ধিত হয়। আপন সমাজ কল্যাণ সংস্থাটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জীবন ভিত্তিক শিক্ষার জন্য শিশু , প্রাপ্ত বয়স্ক ও অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে। HIV AIDS প্রতিরোধ করার জন্য বিনামূল্যে কনডম বিতরণ করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বর্তমানে ৬৮০ জন অবহেলিত হিজড়া এবং যৌন কর্মীদের মাঝে বিনামূল্যে কনডম ও ইনসুলিন বিতরণ করে বলে আবেদনে উল্লেখ করেছে। কিন্তু দেশের বাজারে উক্ত পণ্যের দাম বেশি এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দাম (৩০ পয়সা পার পিস কন্ট্রাসেপ্টিব এবং ১.৭৫ পয়সায় সিরিঞ্জ) কম থাকায় তাঁরা আমদানি পূর্বক অসহায় ও অবহেলিত হিজড়া ও যৌন কর্মীর মাঝে বিতরণ করতে ইচ্ছুক।

সুপারিশ

১) দেশে সিরিঞ্জ আমদানিতে ১০% শুল্ক, ১৫% মূসক, ৫% অগ্রিম আয়কর এবং অগ্রিম বাণিজ্য মূসক ৪% সহ মোট ৩৭.০৭% শূল্ক আরোপিত রয়েছে বিধায় বর্তমান শুল্ক হার বহাল রেখে শুধু মাত্র আপন সমাজ

কল্যাণ সংস্থাটির জন্য ভারত থেকে মানসম্মত আমদানিকৃত সিরিঞ্জ বিবেচনায় ৫% অগ্রিম আয় কর এবং ৪% অগ্রিম বাণিজ্য মূসক প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

২) কনডম আমদানিতে ৫% অগ্রিম আয়কর এবং অগ্রিম বাণিজ্য মূসক ৪% সহ মোট ১০.০৭% শূল্ক আরোপিত রয়েছে। আপন সমাজ কর্তৃক ভারত থেকে ডিলাক্স ব্রান্ডের কনডম আমদানির ক্ষেত্রে ৫% অগ্রিম আয়কর এবং ৪% অগ্রিম বাণিজ্য মূসক প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

৩) কেইস টু কেইস ভিত্তিতে প্রতিবার আমদানিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

রপ্তানি প্রণোদনা প্রদত্ত পণ্যের (রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতের পণ্যসহ) তালিকা পুনঃমূল্যায়নের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত

আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে 'রুপকল্প-২০২১' অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য রপ্তানি খাতের মতো আইসিটি খাতে নগদ ২০ শতাংশ প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি পদ্ধতি চালুকরণের নিমিত্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ,মন্ত্রণালয় এর প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্যের বহুমূখীকরণ এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌক্তিকভাবে বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নয়নে রপ্তানি কৌশল নির্ধারণ করার লক্ষ্যে রপ্তনি নীতি ২০১৫-১৮ প্রণীত হয়েছে। রুপকল্প ২০২১ এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত রপ্তানি কৌশলের আলোকে প্রণীত ২০১৫-১৮ অর্থ বছরের রপ্তানি নীতিতে উল্লেখ আছে যে, আগামী ২০২১ সনের মধ্যে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যাভিমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং রপ্তানিতে ICT সহ সেবা খাতের অংশ বৃদ্ধি, ই-কমার্স ও ই-গভনের্ন্স ব্যবহার করে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন। রপ্তনি নীতি ২০১৫-১৮ এর তৃতীয় আধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ৩.৩ সফটওয়্যার ও আইটি এনাবল সার্ভিসেস, আইসিটি পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় এ রপ্তানির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা মধ্যে অনুচ্ছেদ ৪.২ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলঃ "ইপিবিতে একটি রপ্তানি তহবিল (ইপিএফ) থাকবে। এ তহবিল থেকে রপ্তানিকারকদের পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান করবে"। অনুচ্ছেদ ৪.৩.৫ WTO এর

বিধান এর সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি সম্ভাবনাময় (emerging) খাত অর্থাৎ যে সকল খাত বর্তমানে পণ্য উৎপাদনে সক্ষম এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও তাদের চাহিদা রয়েছে সে সব খাত-এ নগদ সহায়তা প্রদান বিবেচনা করা হবে। তবে বর্তমানে প্রদেয় নগদ সহায়তা পণ্যওয়্যারী পর্যালোচনাপূর্বক সংযোজন ও বিয়োজন ব্যবস্থা নেয়া হবে"। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য উন্নয়ন ও রপ্তানি খাতের ন্যায় আইটি/আইটিইএস খাতকে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশী পণ্য ও সেবা রপ্তানির পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা খাত।বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রকমের আইটি, আইটিইএস সেবা রপ্তানি হয়ে থাকে।

সভার সুপারিশ

দেশীয় শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও নতুন কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় আইটি/আইটিইএস খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার উপর মূল্য সংযোজন ৯% প্রত্যাহার এবং আইটি/আইটিইএস এর উপর ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক ৩০ শে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

ওরিয়ন গ্যাস লি: (এলপিজি বোতলজাতকরণ শিল্প) আমদানির উপর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস বিষয়ে মতামত

ওরিয়ন গ্যাস লি: একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান। শিল্পটি কাঁচামাল হিসেবে প্রোপেইন ও বিউটেন এবং সিলিন্ডার ব্যবহার করে। প্রতিষ্ঠানটি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানিতে আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব পেশ করে।মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিষয়টির উপর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম ১৯৯০ সালে টি.কে. গ্রুপ গ্যাস সিলিন্ডার তৈরী শুরু করে । পরবর্তীতে ২০০৭ সালে এলপিজি বোতলজাতকরণ শিল্প এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ওমেরা গ্যাস লি:সহ ৫টি সনামধন্য প্রতিষ্ঠান এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার তৈরী করছে এবং আরও প্লান্ট স্থাপিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

এলপিজি গ্যাস বাজারজাতকরণের জন্য সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়। কিন্ত দেশে চাহিদার তুলনায় সিলিন্ডার তৈরী কম হওয়াতে আমদানি করতে হয়। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার আমদানিতে ৩১.৫০% শুল্ক আরোপিত রয়েছে। এলপিজি সিলিন্ডার বিভিন্ন মাপের হয়। যেমন- ১২,৩৩,৩৫ ও ৪৫ কেজি। উল্লেখ্য,

এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সকল মাপের ২১ লক্ষটি সিলিন্ডার উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। তবে দেশে ১২ কেজি সিলিন্ডারের চাহিদা অধিক বলে জানা যায়। এলপিজি বোতলজাতকরণ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী দেশে মোট ১১.২৫ লক্ষটি ১২ কেজি মাপের সিলিন্ডার প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠিতব্য বোতলজাতকরন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী আরও প্রায় ৪১ লক্ষ (১২ কেজি) সিলিন্ডারের প্রয়োজন রয়েছে। গৃহস্থালী কাজে ১২ কেজি বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণের পর কমিশনের মতামত প্রেরণ করা হয়।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ

বোতলজাতকৃত এলপিজি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুধু মাত্র ২০১৭ -১৮অর্থ বছরের বাজেটে সিলিন্ডারের উপর শুল্ক হার প্রত্যাহরের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তবে বিষয়টির উপর একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

সোলার মডিউল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সোলার মডিউল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) শুল্ক বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

সোলার মডিউল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠনসমূহ সোলার মডিউল আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি এবং এইচ. এস.কোড পৃথক এর সুপারিশ করার জন্য আবেদন করেছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সোলার (PV) মডিউল/ প্যানেল (এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.১০) উৎপাদনের মূল উপকরণ সোলার সেল (এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.১০) এবংএ দু'টি পণ্যের এইচ এস কোড একই। সোলার (PV) মডিউল/ প্যানেল উৎপাদনের প্রায় ৩৮% অংশ বা সিংহভাগ উপকরণ হচ্ছে সোলার সেল যা আমদানিতে কোন প্রকার শুল্ক প্রদান করতে হয় না। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায় যে,সোলার (PV) মডিউল/ প্যানেল উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মধ্যে কেবলমাত্র Bus Insulator আমদানিতে ৪৩% শুল্ক প্রদান করতে হয়। এছাড়া, অন্য কোন কাঁচামাল আমদানিতে কোন প্রকার শুল্ক প্রদান করতে হয়না। সকল প্রকার শুল্ক বিশেষ এস.আর.ও জারির মাধ্যমে মওকুফ করা আছে। অপরদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সোলার (PV) মডিউল/ প্যানেল (এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.১০) বাংলাদেশ থেকে বহিঃর্বিশ্বে রপ্তানির জন্য ১০% নগদ সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কমিশন মনে করে সোলার (PV) মডিউল/ প্যানেল (এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.১০) এর বর্তমান আমদানি শুল্কহার ০% থেকে ১০%-এ উন্নীতকরণ এবং অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট ৫% ধার্য্যকরণ সমীচীন হবে না।

কিন্তু সোলার (PV) মডিউল/প্যানেল ও সোলার সেল-এ দু'টি পণ্যের এইচএসকোড এক হওয়ায় আমদানির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় 'সোলার (PV) মডিউল/প্যানেল (Photovoltitic Cells, whether or not assembled in modules or made up into panels)' এর জন্য 'এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.১০' এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত 'সোলার সেল (Photovoltitic Cells)' এর 'এইচ এস কোড ৮৫৪১.৪০.২০' নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ

সম্পূণায়িত পণ্য ও এর উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে এইচ. এস.কোড অভিন্ন হওয়া যৌক্তিক নয় বিবেচনায় কমিটি মনে করে যে, এইচ. এস.কোড পৃথকের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারারস্ অ্যান্ড এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ - উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত ১৫% মূসক প্রত্যাহার এবং এর সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপনীয় মূসক আগামী ৫ বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।

কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারারস্ অ্যান্ড এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন আবেদনে জানানো হয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন আমদানিকারক এসোসিয়েশন এর তথ্য মোতাবেক ২০১৬ এবং ২০১৫ বছরে যথাক্রমে ২৮ মিলিয়ন ও ৩১ মিলিয়ন সেলুলার ফোন বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে। ৩১ মিলিয়ন সেলুলার ফোন আমদানীর আনুমানিক মূল্য ৮০০০ কোটি টাকা। আমদানিকৃত সেলুলার ফোন দেশীয়ভাবে উৎপাদন করা হলে, এর উৎপাদনের উপকরণসমূহের আমদানির আনুমানিক মূল্য ৩৮০০ কোটি টাকা কম হতো এবং এতে ৪২০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতো। এমতাবস্থায়, উৎপাদন ও যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করার জন্য আবেদন করেছে।

শুল্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সুপারিশ

দেশে মোবাইল বা সেলুলার ফোন উৎপাদন বা সংযোজন হয় না। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে যে শুল্কহার বিদ্যমান তা এই পণ্যের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হারের চেয়ে কম তাই কমিটি লক্ষ্য করে যে, এ অবস্থায় দেশে মোবাইল বা সেলুলার ফোন উৎপাদন বা সংযোজনকারী

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত ১৫% মূসক অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করা যায়।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

সয়া সস, টমেটো ক্যাচআপ ও অন্যান্য টমেটো সস এবং অন্যান্য সস ও মেয়োনিজ এর উপর আরোপিত ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের প্রসঙ্গে

শাহিন ফুড সাপ্লায়ার্স আমদানিকৃত টমেটো ক্যাচআপ ও সস এর উপর গত ১লা জুলাই ২০১৬ তারিখে আরোপিত প্রতি কেজি ১.৭৫ মার্কিন ডলার ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আবেদন জানায়। প্রতিষ্ঠানটি 'বেষ্টস্ এন্ড লাইফ' ব্র্যান্ড নামে বিগত ২০ বছর যাবৎ সুনামের সাথে বাংলাদেশে টমেটো ক্যাচআপ ও সস বাজারজাতকরণ করে আসছে। তারা জানিয়েছে যে, ট্যারিফ মূল্য আরোপের ফলে তাদের দ্বারা আমদানিকৃত টমেটো ক্যাচআপ ও সস এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে, কোম্পানিতে কার্যরত অনেকে চাকুরী হারাবে। প্রতিষ্ঠানটি মালয়েশিয়া থেকে সয়া সস, টমেটো ক্যাচআপ ও টমেটো সস আমদানি করে থাকে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রাণ, স্কয়ার, আহমদ, সজীব এবং নূর টমেটো ক্যাচআপ ও সস উৎপাদন করে । এ প্রেক্ষাপটে ট্যারিফ মূল্য আরোপের পূর্বে মূল্য এবং পরের মূল্যের তুলনামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ট্যারিফ মূল্য আরোপের ফলে সর্বোচ্চ চিলি সস ৪ কেজি পেক এর ৫৫.৫৫% মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অয়েস্টার ফ্লেবারড সস এবং মেয়ো স্প্রেড বাংলাদেশে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে না বিধায় এর মূল্য বৃদ্ধি পেলে পর্যটন শিল্পে প্রভাব পড়তে পারে। পণ্যের আমদানি মূল্য পরিমাপ, আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ করে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সস আমদানিকারকগণ সস আমদানির ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিন বিবেচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করলে তার প্রেক্ষিতে পরবর্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভার সুপারিশ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কান্ট্রি অব অরিজিন বিবেচনা পূর্বক বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত সসের ভিন্ন ভিন্ন ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

কটন ওয়েস্ট ও ঝুট ওয়েস্টের বিদ্যমান ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়াস্ট প্রসেসরস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিটিজিডব্লিউপিইএ) এবং বাংলাদেশ টেরি টাওয়ালে & লিলেন ম্যানুফেক্সার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, কটন ওয়েস্ট ও ঝুট ওয়েস্টের বিদ্যমান নূন্যতম রপ্তানি মূল্য পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। এরই প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টির উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়াস্ট প্রসেসরস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিটিজিডব্লিউপিইএ) এর সদস্যরা আন্তর্জাতিক বাজারে অব্যাহত দরপতনের প্রেক্ষিতে চরম আর্থিক মন্দা মোকাবেলা করে আসছে এবং বর্তমানে রপ্তানিকারকের মধ্যে কেউই ভাল নেই, প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্বে রপ্তানি বাণিজ্যে সরকার কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণ, সব ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে না। প্রতিবেশি ভারত, পাকিস্তানে ওয়েস্ট কটন ও ঝুট কাপড় রপ্তানিতে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি তে ট্যারিফ বিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এস আর ও নং-১১৭- আইন/২০১১ তাং ২০১১ তে (সরকারী গেজেট) ১০মে, ২০১১) অনুযায়ী ঝুট ওয়েস্ট কটন ব্যতিত কেজি প্রতি কটন ওয়েস্ট (এইচ এস কোড ৫২০২.৯৯.১০ এর ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ৪.৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয় । বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এস আর ও নং ১১০ আইন, ২০১২ (সরকারী গেজেট: ৭ মে, ২০১১) অনুযায়ী মোতাবেক (ক) ধারায় সর্টেড ওয়েস্ট ঝুট কাপড় সাদা (এইচ এস কোড; ৬৩১০.১০.০০) এর ন্যূনতম মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৬০০ মার্কিন ডলার এবং সর্টেড ওয়েস্ট ঝুট কাপড় রঙ্গিন (এইচ এস কোড; ৬৩১০.৯০.০০) এর ন্যূনতম মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ২৩৫ মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে।

যৌক্তিকতা

দেশের ওপেনার মেশিন ও রিসাইক্লারদের দাবী প্রাপ্য প্রয়োজন অনুযায়ী ঝুট ক্রয় করতে পারছে না এবং ঝুট রপ্তানি র কারণে তাদের কাঙ্খিত দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে তাদের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।কটন ওয়েস্ট ও ঝুট ওয়েস্টের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশীয় টেরি টাওয়ায়েল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, রিসাইক্লার ও ওপেনার মেশিন মালিকদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্যের চেয়ে অধিক দাম ঝুট ক্রয় করতে হচ্ছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভ্যালু এ্যডিশনের বিষয়

বিবেচনায় দেশীয় রিসাইক্লিং ও ওপেনার মেশিনের কাঁচামাল ঝুট কাপড় স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য ও সাশ্রয় হওয়া বাঞ্চনীয়। শতভাগ রপ্তানিমূখী টেরি টাওয়েল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১২৫টি। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯,৫০০ টেরি এবং ফ্ল্যাট লুম রয়েছে। প্রতিটি লুম প্রতিদিন গড়ে ৫০ কেজি সূতা উইভিং করে থাকে অর্থাৎ লুমগুলোর গড় উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০ কেজি। এই মোতাবেক টেরি টাওয়েল খাতে প্রতিদিন গড়ে ৪,৭৫,০০০ কেজি সূতার চাহিদা রয়েছে। টেরি টাওয়েল পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতি কেজি স্থানীয় সূতার (কটন ওয়েষ্ট থেকে উৎপাদিত ওপেন এন্ড সূতা) মূল্য ১.৭৫ থেকে ৩.৫০ মার্কিন ডলার এবং প্রতি কেজি টেরি টাওয়েল পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি মুল্য ৫.০০ থেকে ১২.০০ মার্কিন ডলার। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে টেরি টাওয়েল এবং হোমটেক্সটাইল রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সুপারিশ

(ক) সর্টেড ওয়েস্ট ঝুট কাপড় সাদা (এইচ এস কোড; ৬৩১০.১০.০০) এর ন্যূনতম মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৬০০ মার্কিন ডলার এবং সর্টেড ওয়েস্ট ঝুট কাপড় রঙিন (এইচ এস কোড; ৬৩১০.৯০.০০) এর ন্যূনতম মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ২৩৫ মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে। এ রপ্তানি মূল্য ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

(খ) ঝুট ওয়েস্ট কটন ব্যতিত কেজি প্রতি কটন ওয়েস্ট (এইচ এস কোড ৫২০২.৯৯.১০) এর ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ৪.৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারিত হয় । এ রপ্তানি মূল্য ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান নির্মাণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় এলসি একাউন্টসের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য বিলের উপর/আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদান

ভোষ্টা এলএমজি-কর্ণফুলী জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিমিটেড আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান নির্মাণ করে সরবরাহের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় এলসি/একানউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ যোগ্য বিলের উপর আয়কর কর্তন এর অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছে। এমতাবস্থায় এ খাতের প্রকৃত অবস্থা অবলোকনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাগণ ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান নির্মাণকারি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য, কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লিঃ,

কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড (প্রাঃ) লিঃ, এবং ভোস্টা এলএমজি কর্ণফুলী জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিঃ নামে জলযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে, যা অচিরেই একত্রিত হয়ে কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লিঃ নামে জাহাজ নির্মাণ, মেরামত ও ড্রেজার নির্মাণকাজ সম্পাদন করবে মর্মে জানা যায়।

কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামের মাঝির ঘাটে কর্ণফুলী নদীর পার হয়ে এর দক্ষিনাংশে ইছামতিতে ৮ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণশিল্প প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পটি শুধুমাত্র জাহাজ পুণঃ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করত। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণের নিমিত্ত এবং ১০০% রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজ মেরামত ছাড়াও জলযান নির্মাণ, স্টীল ফেব্রিকেশন এবং জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ করার জন্য কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড (প্রাঃ) লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। তাছাড়া, নেদারল্যান্ডের ভোষ্টা এলএমজির সার্বিক তত্বাবধানে ও কারিগরী নির্দেশনায় ড্রেজার তৈরীর পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং তা ভোষ্টা এলএমজি কর্ণফূলী জয়েন্ট ভ্যানচার কনসোর্টিয়াম লিমিটেড এর অধীনে উৎপাদন হয়। ড্রাই ডকে সাধারনত: প্রতি দু'বছরে একবার জাহাজের তলানি পরীক্ষা করে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু নির্মিতব্য ড্রাই ডকে জাহাজ নির্মাণ, ড্রেজার নির্মাণ, মেরামতসহ সকল কার্যাদি সম্পাদন করা হবে বলে জানা যায়। আরও জানা যায় যে, সরকারী চট্টগ্রাম ড্রাইডকে শুধুমাত্র দেশী বিদেশী জাহাজের মেরামত করা হয়। নির্মিতব্য ড্রাইডকে ভোষ্টা এলএমজি-কর্ণফুলী জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিমিটেড আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান নির্মাণ করে সরবরাহের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় এলসি/একানউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ যোগ্য বিলের উপর আয়কর কর্তন এর অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছে। এমতাবস্থায় এ খাতের প্রকৃত অবস্থা অবলোকনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাগণ ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান নির্মাণকারি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য, কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লিঃ, কর্ণফুলী শিপইয়ার্ড (প্রাঃ) লিঃ, এবং ভোস্টা এলএমজি কর্ণফুলী জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিঃ নামে জলযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে, যা অচিরেই একত্রিত হয়ে কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লিঃ নামে জাহাজ নির্মাণ, মেরামত ও ড্রেজার নির্মাণকাজ সম্পাদন করবে মর্মে জানা যায়।

আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য সরবরাহ বা কোন সেবা প্রদত্ত হলে ১৯৯১ মূসক আইন দ্বারা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য এবং শূন্য হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে। সে অনুযায়ী শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত বিলের উপর থেকে মূসক অব্যাহতির বিষয়ে এসআরও জারি করা হয়েছে। কেননা শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার অংশটুকুই রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে তারা বন্ডেড সুবিধাও প্রাপ্ত হবে। রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ তে তৈরী পোষাক রপ্তানি এবং জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার নির্মাণ শিল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পখাত মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ২০১৬-

১৭ অর্থ বছরে রপ্তানিতব্য পণ্যের আয় থেকে উৎসে ০.৭০% কর কর্তনের বিধান রয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত বিধায় এ শিল্পের ক্ষেত্রেও ০.৭০% কর কর্তনের বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। যার সুফল হিসেবে নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হবে এবং রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নির্মানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সম্ভব হতে পারে।

সুপারিশ

আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় সম্ভাবনাময় জাহাজ /ড্রেজার উৎপাদন শিল্পের তৈরি পণ্য সরবরাহে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত বিলের উপর রপ্তানির ন্যায় উৎসে কর কর্তনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বাস্তবায়ন

সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩. মনিটরিং সেল

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ‘মনিটরিং সেল’ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রেরণ করে

(১) সয়াবিন তেলের পরিবেশক ও খুচরা মূল্য পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

(২) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন;

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে প্রতি মে. টনে ২০০০/- টাকা স্পেসিফিক ডিউটি আরোপ বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৪) বোতলজাতকৃত সয়াবিন তেলের পরিবেশক ও খুচরা মূল্য পুনঃ নির্ধারণ এবং রিফাইন্ড চিনির পরিবেশক মূল্য নির্ধারন সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

(৫) গুড়োদুধ আমদানিতে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিরকরণ বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৬) অশোধিত সয়াবিন, পাম ও পামওলিন এর মূল্য আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট “ কেবল মাত্র আমদানি” পর্যায়ে একবার প্রদেয় মোট ১৫% মূল্য সংযোজন কর সুবিধা আগামী ৩০ শে জুন, ২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি বিষয়ে প্রতিবেদন;

(৭) আমদানি নিয়ন্ত্রিত পন্য অপরিশোধিত লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন।

৪. সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের খতিয়ান নিম্নরূপ:

১। An Analysis of Assistance to the Pyrolysis Oil (Fuel) Manufacturing industry in Bangladesh;

২। The writing paper Industry in Bangladesh;

৩। Assembling and progressive manufacturer of motor cycle industry in Bangladesh

৫. বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

৫.১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

কমপক্ষে ১৫টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৫.২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৪টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৫.৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগ ০৪টি বিষয়ের উপর সমীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

১. ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও তা বহুমুখীকরণ, আমদানির বিকল্প উৎপাদন (Production of Import Substitutes), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উদারিকরণ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পিটিএ (Preferential Trade Arrangement) ও এফটিএ (Free Trade Agreement) সম্পৃক্ত বিষয় ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে ৪০টির অধিক দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক ও ৫টি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি আছে। অত্র বিভাগ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন কৌশলপত্র, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া সরকারের FTA Policy Guidelines অনুসরণে বিভিন্ন দেশ/অঞ্চলের সাথে FTA/PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ যথা: (১) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (RTA) (২) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (FTA&PTA) (৩) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি (BT Issues) এবং (৪) অন্যান্য কার্যাদির শতকরা হার লেখচিত্র-১ এ এবং কার্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো।

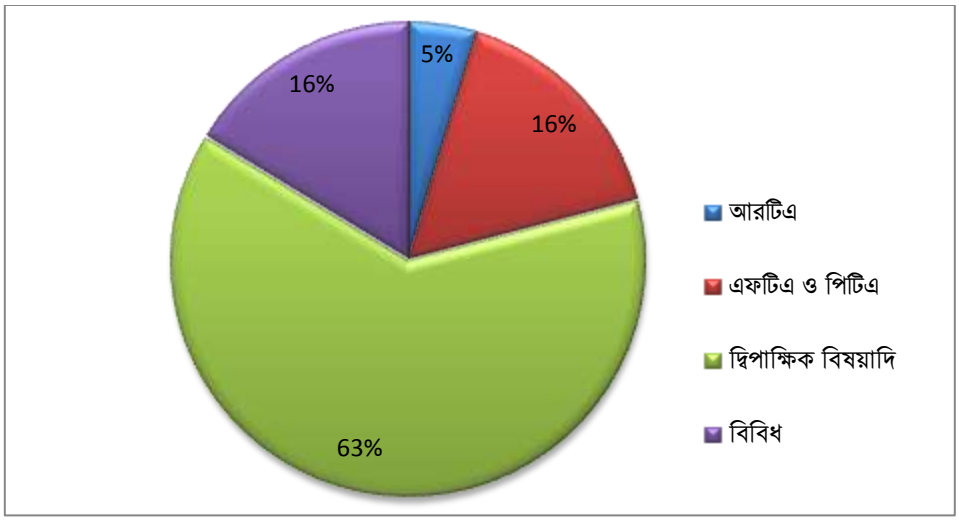

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তি

ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের ৪৪তম কাউন্সিলের জন্য টিপিএস-ওআইসি সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের ৪৪তম কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য টিপিএস-ওআইসি সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর কমিশন মতামত প্রদান করে:

- ওআইসিভূক্ত দেশগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা এবং বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা;
- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণ;
- বাণিজ্য তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ওআইসিভুক্ত দেশগুলির সমন্বয়ে ট্রেড ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা;
- ওআইসিভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ICCI) আরো সক্রিয় হওয়া;
- ওআইসিভুক্ত দেশগুলির আন্ত:বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওআইসি এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে আরো অংশগ্রহণমূলক করা।
- এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা)

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা)-এর আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় রেয়াত তালিকা (National List of Concession) সংক্রান্ত কার্যাদি।

এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক একটি বাণিজ্য চুক্তি।২০১৭ সালের ১৩ জানুয়ারি ব্যাংককে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নতুন সদস্য হিসেবে মঙ্গোলিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা ও শুল্ক রেয়াতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এর ফলে ৪র্থ রাউন্ডের নেগোশিয়েশন সমাপ্ত হয়।যার কারনে বাংলাদেশসহ আপটাভুক্ত দেশ সমূহের শুল্ক রেয়াতের আওতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

আপটা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ যেমন, শুল্ক রেয়াতের জন্য অফার তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত গ্রহন করা ও মতামতসমূহ যাচাই করাসহ নেগোশিয়েসনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সরকারকে সময় সময় বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য আপটা-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ডের নেগোশিয়েসনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারি অন্যান্য দপ্তরের সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থেকেও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

৩. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ((এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজটি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কমিশনের এপিএভূক্ত। বাংলাদেশ সরকারের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি গঠন সংক্রান্ত গাইড লাইন নীতিমালা-২০১০ অনুসরণপূর্বক মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি হাতে নেয়া হয়। সম্পাদিত প্রতিবেদনে দুই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশের সাথে ৪৫টি দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি থাকলেও মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের কোন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নেই। নিচের টেবিল-১ এ বাংলাদেশ-মেক্সিকোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের তুলনামূলক চিত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, অর্থবছর ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত তিন বছর বাংলাদেশে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টেবিল-১: মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য (একক: মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য	অর্থবছর		
	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
মেক্সিকোয় বাংলাদেশের রপ্তানি	১৩২.৪৯	১৩৮.৩১	১৬৬.১৫
মেক্সিকো থেকে বাংলাদেশের আমদানি	৫.৯৬	৭.১৪	৬.২৫
বাণিজ্য ভারসাম্য	১২৬.৫৩	১৩১.১৭	১৫৯.৯০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক

মেক্সিকোয় বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরী পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, পাদুকা ও রাসায়নিক পণ্য। অন্যদিকে মেক্সিকো থেকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে চিনি ও চিনিজাত পণ্য, কনফেকশনারী, অরগানিক কেমিক্যাল ও তুলা। দেশের অর্থনীতির আপেক্ষিক প্রভাব বিশ্লেষণে জিডিপির সাথে আমদানি-রপ্তানির তুলনামূলক হার নির্ণয়ের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য উন্মুক্ততার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। নিচের টেবিলে দেখা যায় ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ-মেক্সিকো ট্রেড-জিডিপি রেশিও তে মেক্সিকো বেশ অগ্রগামি।

টেবিল-২: বাংলাদেশ-মেক্সিকো ট্রেড-জিডিপি রেশিও (%)

দেশ	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**
বাংলাদেশ	৪০.০৯	৩৭.৮০	৪৭.৪২	৪৮.১	৪৬.২৭	৪৪.৫১	৪২.০৮
মেক্সিকো	৫৬.০৩	৬০.৯৫	৬৩.৭৮	৬৬.৪১	৬৪.৪৪	৬৫.৬৮	৭২.৮৩

উৎসঃ World Development Indicator (World Bank)

বর্ণিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রাপ্ত সমস্যা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে কমিশন মনে করে যে মেক্সিকোর বাজারে পোশাক শিল্প রপ্তানিতে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে মেক্সিকো তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ উৎস নয় বিধায় রাজস্ব হারানোর ঝুকি খুবই কম। এ ক্ষেত্রে মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের পণ্য ভিত্তিক এফটিএ চুক্তি সম্পাদিত হলে বাংলাদেশ মেক্সিকোর বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে। কমিশন আরো মনে করে যে, এ চুক্তি সম্পাদনের আগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন।

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের মাধ্যমে বিমসটেকের আওতায় মিয়ানমারের সেনসিটিভ লিষ্ট ভুক্ত পণ্যসমূহের শুল্ক সুবিধা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওয়ায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় মিয়ানমারের সেনসিটিভ তালিকা হতে পণ্য চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা এবং বিমসটেক এফটিএ এর আওতায় বাংলাদেশের নেগেটিভ লিষ্ট হতে মিয়ানমারকে যেসব পণ্যে ছাড় দেয়া যায় সেসব পণ্যের অফার লিষ্ট প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে।

বিমসটেকের আওতায় মিয়ানমারের প্রস্তাবিত সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট ও হালনাগাদ শুল্ক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সেনসিটিভ তালিকার বাইরেও নরমাল ট্র্যাক রিডাকশন ও নরমাল ট্র্যাক এলিমিনেশন তালিকায় বেশ কিছু সম্ভাবনাময় পণ্যে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সে বিবেচনায় কমিশন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সেনসিটিভ লিষ্ট হতে একটি তালিকা (প্রাইয়রিটি রিকোয়েষ্ট লিষ্ট-১) প্রণয়ন করে। এছাড়া স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নরমাল ট্র্যাক রিডাকশন তালিকা হতে একটি তালিকা (প্রাইয়রিটি রিকোয়েষ্ট লিষ্ট-২) ও নরমাল ট্র্যাক এলিমিনেশন তালিকা হতে একটি তালিকা (প্রাইয়রিটি রিকোয়েষ্ট লিষ্ট-৩) সহ মোট তিনটি রিকোয়েষ্ট তালিকা প্রণয়ন করে।

কমিশন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিষ্ট হতে একটি তালিকা প্রণয়ন করে। তাছাড়া, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নরমাল ট্র্যাক রিডাকশন তালিকা হতে একটি তালিকা ও নরমাল ট্র্যাক এলিমিনেশন তালিকা হতে একটি তালিকাসহ মোট তিনটি অফার তালিকা প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর টেমপ্লেট প্রস্তুতকরণ

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ মিয়ানমার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) নেগোশিয়েশনের জন্য একটি খসড়া টেমপ্লেট প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক পিটিএ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর জন্য একটি টেমপ্লেট প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংক্রান্ত খসড়া চূড়ান্তকরণ

বাংলাদেশ শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক এফটিএ সংক্রান্ত খসড়া ফিজিবিলিটি ষ্টাডি চূড়ান্তকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। কমিশন বাংলাদেশ-শ্রীলংকা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেডের ১ম সভায় প্রণীত সূচীপত্রের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ষ্টাডি গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের অসম্পূর্ণ অংশ ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে চুড়ান্ত করে। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে দেশীয় শিল্প ও রাজস্ব আহরণের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত এ চুক্তির উপর একটি প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের জন্য নেগোশিয়েশন টেম্পপ্লেট প্রণয়ন

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-শ্রীলংকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নেগোশিয়েশনের জন্য একটি খসড়া টেমপ্লেট প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করে নেগোশিয়েশন টেমপ্লেট প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় স্ব-উদ্যোগে বেশ কিছু সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ আলজেরিয়া এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই অন্যতম। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক দু'দেশের অর্থনীতির চালচিত্র, বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে কমিশন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পক্ষে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বাংলাদেশ ফিলিপাইন এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় স্ব-উদ্যোগে বেশ কিছু সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ ফিলিপাইন এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য

চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই অন্যতম। কমিশন বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক দু'দেশের অর্থনীতির চালচিত্র, বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে কমিশন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পক্ষে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

৪. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি

বাংলাদেশ-লাতিন আমেরিকা সম্পর্ক বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাদি।

বিগত ৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে "Bangladesh's Relation with Latin America: Unlocking Potentials" বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ ইনেষ্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্যাট্রেজিক স্টাডিজ (BIISS) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশ ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক আরও শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে নিম্মোক্ত পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ চিহ্নিত করা হয় ।

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যসমূহে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রস্তাব;
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহে অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের প্রস্তাব;
- দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে যৌথ স্টাডির প্রস্তাব;
- ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে বিদ্যমান বাজার ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার প্রস্তাব ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত পরামর্শ ও সুপারিশসমূহের উপর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

বাংলাদেশ থাইল্যান্ড ৪র্থ যৌথ বাণিজ্য কমিটি-এর প্রাক-প্রস্তুতি সভার ফলোআপ সংক্রান্ত কার্যাদি

বিগত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ থাইল্যান্ড-৪র্থ যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ১৪-১৫ মে ২০১৩ খ্রি: তারিখে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত তৃতীয় যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের বর্তমান অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ থাইল্যান্ড-৪র্থ যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভার আলোচ্যসূচী বিষয়ক প্রস্তাবনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

বাংলাদেশ থাইল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্রীফ প্রেরণ

বিগত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ থাইল্যান্ড-৪র্থ যৌথ বাণিজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন থাইল্যান্ডের সাথে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, থাইল্যান্ডে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, থাইল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত DFQF সুবিধা, থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য তালিকা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পূর্বক একটি ব্রীফ প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

ব্রাজিল মেক্সিকো ও চিলিতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত কার্যাদি

লাতিন আমেরিকার দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে স্টেকহোল্ডার সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহে ব্রাজিল , চিলি ও মেক্সিকোতে বিদ্যমান অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি স্টেকহোল্ডার সভার আয়োজন করে । সভায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণ উক্ত বাজারসমূহে বিদ্যমান ভাষাগত সমস্যা, পারস্পরিক আস্থা, কন্টিনজেন্ট ট্রেড প্রটেকটিভ মিজারস, ব্যাংকিং ব্যবস্থার জটিলতা, ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন। স্টেকহোল্ডারগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভার জন্য ইনপুটস প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি: তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা উপলক্ষ্যে বিগত ১৭ মে ২০১৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় গৃহীত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং সভায় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার প্রস্তুতিমূলক সভার জন্য ইনপুটস/তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত কাজ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার প্রস্তুতিমূলক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা ও এজেন্ডা আনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহে বিদ্যমান ট্যারিফ, শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূহের বিষয়ে আলোকপাত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ইনপুটস প্রেরণ করা হয় ।

ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার জন্য ব্রাজিলে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান শুল্কহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার প্রস্তুতিমূলক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্রাজিলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল পণ্য এবং মধ্যবর্তী পণ্যসমূহে রপ্তানি সম্ভাবনাসহ বিদ্যমান শুল্কহার বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে যৌথ বাণিজ্য কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মতামত প্রণয়ন

গত ৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে যৌথ বাণিজ্য কাউন্সিল গঠন বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন/সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তিটি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

টিকফা ফোরামের তৃতীয় সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান ।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত “ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা)” এর ৩য় সভায় আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রপ্তানিকৃত তুলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো এবং অশুল্ক পদক্ষেপসমূহ

(Non Tariff Measures) বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করে একটি মতামত প্রস্তুত করা হয়। একই সাথে উক্ত সভায় বাংলাদেশের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় ।

গুয়াতেমালা-এর সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পত্রে দেখা যায় যে, গুয়াতেমালা সরকার বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সে উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালার মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনা চিহ্নিতপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক দুই দেশের অর্থনৈতিক চিত্র, আমদানি রপ্তানি চিত্র, শুল্ক পরিস্থিতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ গুয়াতেমালা থেকে আমদানির তুলনায় অতি সামান্য রপ্তানি করে। রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে ঔষধ, তৈরি পোষাক, কটন ওয়েস্ট ইত্যাদি প্রধান এবং আমদানি পণ্যের মধ্যে শুধু এলাচ রয়েছে।এমতাবস্থায় গুয়াতেমালার সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে হলে এবং শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করার জন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে।

বাংলাদেশ-ইথিওপিয়ার মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ক খসড়া চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান

২৩-২৫ মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ সময়ে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ইথিওপিয়া সফরে ইথিওপিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ-ইথিওপিয়ার মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ক চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়।পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তিপ্রস্তুত করে এবং বিভিন্ন অংশীজনের মতামত আহ্বান করে। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কমিশনের নিকট এ সংক্রান্ত মতামত প্রেরণ করবার অনুরোধ করে। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত মতামত প্রস্তুত করে বাণিজ্য এবং শিল্প উভয় মন্ত্রণালয়েই প্রেরণ করা হয়।

ব্রেক্সিট (BREXIT)-এর ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ

ব্রেক্সিট হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটিশ এক্সিটের সংক্ষেপিত রূপ। যুক্তরাজ্যের জনগণ সম্প্রতি এক গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ওই গণভোটে যুক্তরাজ্যের শতকরা ৫৩ ভাগ জনগন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে

রায় প্রদান করেন।যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহৎ রপ্তানি বাজার।যার কারণে ব্রেক্সিটের ফলে সৃষ্টি হওয়া টালামাটাল পরিস্থিতি বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন স্ব-উদ্যোগে বিষয়টি বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত নেয় ও একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে যদি ব্রেক্সিটের কারণে বাংলাদেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে তবে তা কিছু নির্দিষ্টখাতে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেগুলো হচ্ছে—

- মুদ্রা বিনিময় হার
- বাণিজ্য
- বৈদেশিক বিনিয়োগ
- বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতা
- অভিবাসন ও জনশক্তি রপ্তানি

উক্ত খাতসমূহের উপর সম্ভাব্য প্রভাবকে আমলে নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যেসব সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে আসছে তা বহাল রাখাসহ বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন যুক্তরাজ্যের নিকট আবেদন করবার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ব্রেক্সিটের ফলে বাংলাদেশের উপর যাতে দীর্ঘ মেয়াদে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব পরে সে বিষয় বিবেচনা করে যুক্তরাজ্যের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার বিষয়ে মত দেয়া হয়।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য শরিক।গত ১৫-১৬ মে ২০১৭ খ্রিঃ সময়ে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন চাওয়া হয়, যা পরবর্তীতে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়।

উক্ত প্রতিবেদনে দুই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আমদানি রপ্তানির পরিস্থিতি, মানবশক্তি রপ্তানি, সেবা বাণিজ্য পরিস্থিতি, ট্যারিফ হারের তুলনামূলক চিত্র, মালয়েশিয়ার অশুল্ক পদক্ষেপের চিত্র ইত্যাদি ছাড়াও দুই দেশের ভৌগলিক অবস্থান, বাণিজ্য চুক্তির তালিকা, শুল্কমুক্ত প্রবেশের জন্য অনুরোধ তালিকা ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৯১.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি এবং ৯৫৬.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি করেছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে তৈরি পোষাক এবং কৃষি,

কৃষিজাত পণ্যই প্রধান এবং আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ক্রুড পাম তেল, পেট্রোলিয়াম, যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ ইত্যাদি প্রধান।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য-এর মধ্যে কৌশলগত আলোচনার জন্য ইনপুট প্রেরণ

গত ২৮ মার্চ, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য-এর মধ্যে কৌশলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত আলোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে সভার এজেন্ডা অনুযায়ী ইনপুট প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়।এপ্রেক্ষিতে সভার নির্দিষ্ট এজেন্ডা অনুযায়ী তথ্য সন্নিবেশপূর্বক একটি ইনপুট প্রেরণ করা হয়।সভার নির্দিষ্ট এজেন্ডার মধ্যে বাণিজ্য, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং ব্রেক্সিট (BREXIT) পরবর্তী পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

নেপালে শুল্কমুক্ত প্রবেশের তালিকা সংশোধন বিষয়ে মতামত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে নেপালের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে পূর্বে প্রণীত ৫৫টি পণ্যের তালিকা নিয়ে ট্যারিফ কমিশন রপ্তানি উন্নয়ন বুরো (ইপিবি), এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা) এর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিশনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফবিসিসিআই, এমসিসিআই এর প্রতিনিধি কতিপয় পণ্য যেমন-আলু, পাট, ট্রান্সফরমার, ঔষুধ ইত্যাদি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করেন যা সাফটার আওতায় শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে। পরবর্তীতে ইপিবি সহ এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, •e¾j গ্রুপ ও বিআরবি গ্রুপ নেপালের নিকট শুল্ক-মুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে পণ্য তালিকা ও মতামত প্রদান করে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও বিভিন্ন নির্ণায়কের ভিত্তিতে কমিশন নেপালের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য ৫৬ টি পণ্যের তালিকা প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

নেপালের বাজারে শুল্কমুক্ত পণ্যের তালিকায় কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে মতামত

বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন নেপালে শুল্কমুক্ত প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকায় কাগজ ও কাগজ জাতীয় (এইচএসকোড ৪৮) পণ্যসমূহ অন্তর্ভুক্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানায়। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছে। কমিশন বিষয়টি পরীক্ষান্তে দেখে যে, বাংলাদেশ থেকে কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যসমূহ সাধারণত: ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকা, মৌরিতিয়াস, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও নেপালসহ প্রায় বিশ্বের ৫০টি দেশে রপ্তানি

হয়ে থাকে। অন্যদিকে নেপালে কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যসমূহের প্রধান রপ্তানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং থাইল্যান্ড। নেপালের সেনসিটিভ লিস্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যসমূহের মধ্যে ৫৩টি (এইচএসকোড ৬ডিজিট) পণ্য নেপালের সেনসিটিভ লিস্টে অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশের বহিঃবিশ্বে রপ্তানিযোগ্য ১৮টি পণ্য নেপালের সেনসিটিভ তালিকায় রয়েছে। এসব পণ্য থেকে নেপালের বাজারে বাংলাদেশ সাফটার আওতায় কোন সুবিধা পাচ্ছে না। কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্যগুলির মধ্যে এইচএসকোড ৪৮১৯.১০, ৪৮১৯.২০ এবং ৪৮২১.১০ পণ্যসমুহ বাংলাদেশ থেকে বহিঃবিশ্বে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং বহিঃবিশ্ব থেকে নেপালের আমদানিও বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু স্থানীয় শিল্প হিসেবে বাংলাদেশে কাগজ ও কাগজ জাতীয় শিল্প বিকাশ হচ্ছে সেহেতু এ ৩টি পণ্য ৪৮১৯.১০, ৪৮১৯.২০ এবং ৪৮২১.১০ নেপালে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধাপ্রাপ্ত হলে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে মর্মে কমিশন মতামত দেন।

নেপালের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধায় প্রবেশে নির্মাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট দু'টি পণ্য (এইচএস কোড ৭৩০৮.৯০ এবং ৯৪০৬.০০) অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে মতামত

মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং প্রোডাক্টস লিমিটেড এর আবেদন পত্রে নির্মাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট দু'টি পণ্য (এইচএসকোড ৭৩০৮.৯০ এবং ৯৪০৬.০০) নেপালের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদনকারী উল্লেখ করেন যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী নেপালের বাজারে নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নেপালে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং প্রোডাকটস লিঃ এর আবেদনে সংযুক্ত পণ্য দু'টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পণ্য দু'টি নেপালের সেনসিটিভ লিস্ট বর্হিভূত (স্বল্পোন্নত দেশের জন্য) বিধায় সাফটার আওতায় পণ্য দু'টি নেপালের বাজারে শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে এবং পণ্য দু'টি বাংলাদেশ থেকে নেপালে রপ্তানিও হচ্ছে না। পণ্য দু'টি নতুন পণ্য হিসেবে ৫৬টি পণ্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, এ ধরনের নতুন পণ্য ৫৬টি পণ্যের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই মর্মে কমিশন মত দেন।

বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শলাপরামর্শ সভার জন্য মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শলাপরামর্শ সভার জন্য মেক্সিকোর সার্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বিনিময় বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনের নিকট মতামতের জন্য অনুরোধ জানায়। কমিশন বর্ণিত বিষয়গুলি নিবিড় পরীক্ষান্তে মেক্সিকোর সার্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি, মেক্সিকোর বাজারে অশুল্ক বাধা এবং বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিদ্যমান বাণিজ্য বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

(১) বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যে শুল্ক সুবিধা চাইতে পারে;

(২) আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য পিটিএ/এফটিএ গঠনের কার্যক্রম শুরু করতে পরে;

(৩) শলাপরামর্শ সভায় মেক্সিকোর বাজারে অশুল্ক বাধা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

(৪) বাংলাদেশের অগ্রগামী সেক্টর যেমন কৃষিপণ্য, তৈরি পোশাক. আইসিটি, ওষুধ, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে কারিগরী সহযোগিতাসহ বিনিয়োগের অনুরোধ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশর পাটের বহমূখী পণ্য চারকোল চীনে রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির প্রস্তাব সংক্রান্ত

বাংলাদেশে উৎপাদিত চারকোল চীনে রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশ চারকোল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (প্রস্তাবিত) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। অতঃপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ের উপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত চারকোল চীনসহ সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানে রপ্তানি হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, লাও পিডিআর, ফিলিপাইনসহ প্রায় ২৫টি দেশ চীনে চারকোল রপ্তানি করে থাকে। চীনের শুল্কমুক্ত সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর Generalized System of Preferences আলোকে চীন সরকার The Special and Preferential Tariff Scheme of China for LDCs এর অধীনে বাংলাদেশসহ ৪০টি এলডিসিভুক্ত দেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করছে। ০১ জানুয়ারি, ২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী ৪০টি এলডিসিভুক্ত দেশের মধ্যে ২৪টি দেশকে চীনের জাতীয় ট্যারিফ লাইনের ৯৭%, ১৪টি দেশকে ৯৫% এবং ২টি দেশকে ৬০% শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে। বাংলাদেশ ও মৌরিতানিয়া LDCs2 এর আওতায় ৬০% ট্যারিফ লাইনের উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। এলডিসিভুক্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ও মৌরিতানিয়া ব্যতীত ৩৮টি দেশের জন্য চীনে চারকোল রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ এ পণ্য হতে কোন শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে না। এছাড়া,

বাংলাদেশ ও চীন আপটাভুক্ত দেশ। আপটা চুক্তির আওতায় চীনের দু'টি ট্যারিফ কনসেশন তালিকা রয়েছে যার একটি সাধারণ তালিকা যা সকল সদস্যভুক্ত দেশগুলির জন্য প্রযোজ্য। এই সাধারণ তালিকায় ১৬৯৭টি পণ্য (৮ ডিজিট) অন্তর্ভুক্ত আছে। সাধারণ তালিকার পাশাপাশি ১৬১টি পণ্যের (৮ ডিজিট) একটি বিশেষ তালিকা রয়েছে যা শুধুমাত্র আপটাভুক্ত এলডিসি দেশগুলির জন্য প্রযোজ্য। চীনের এই বিশেষ তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন পণ্যে Margin of preference ২০% -১০০% পর্যন্ত শুল্ক সুবিধা দেয়া আছে। আপটার আওতায় চীনের ট্যারিফ কনসেশন তালিকা দু'টির কোনটিতে চারকোল পণ্যটি অন্তর্ভুক্ত নাই। চারকোল উৎপাদন পাটের বহুমুখী ব্যবহারের একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প। এ শিল্পে প্রায় ২০ হাজার লোক প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ২ কোটি লোক পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ রয়েছে। এ পণ্য থেকে বাংলাদেশ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। তাছাড়া চীনের বিশ্ব আমদানি তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে চারকোল চীনের বাজারে রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। চীনের শুল্কমুক্ত পণ্যের তালিকায় চারকোল অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন মতামত প্রদান করে।

মেক্সিকোয় বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশধিকার সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের তালিকা চূড়ান্তকরণ

মেক্সিকোয় বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশধিকার সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের তালিকা চূড়ান্তকরণের কাজটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের সাথে আলোচনা করে মেক্সিকোর বাজারে অশুল্ক বাধা এবং রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের তালিকা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়। স্টেকহোল্ডাদের সুপারিশের আলোকে এবং নির্ধারিত কিছু পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১১৮টি পণ্যের তালিকা মেক্সিকোর বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশের মতামত প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ দুটির খসড়ায় নিদিষ্ট অংশের উপর মতামত প্রদান

প্রস্তাবিত মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিতব্য দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়ার উপর মিয়ানমার কর্তৃক কতিপয় প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে মতামত আহবান করে। কমিশন খসড়া চুক্তির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বিনিয়োগ এর সংজ্ঞা ও দখলচুতকরণ সর্ম্পকে মতামত প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিটি (জেটিসি) এর অষ্টম সভা উপলক্ষ্যে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ

৯-১০ নভেম্বর ২০১৬ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিটি (জেটিসি) এর অষ্টম সভা উপলক্ষ্যে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন তাঁর কার্যপরিধির আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ করে লবন, সুপারী, লবনাক্ত ও শুটকী মাছ এবং ইলিশ মাছ এর উপর আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও করসমূহ কমানোর বিষয়ে মিয়ানমারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কতিপয় পর্যবেক্ষণ প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ ভূটান দ্বিপাক্ষিক সচিব পর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-ভুটান সচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন তাঁর কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় তথা ভুটান কর্তৃক চাহিত ১৫ টি পণ্যে শুল্ক মুক্ত সুবিধা এর উপর আলোকপাত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

কাতার এর সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

কাতারের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন কাতারের অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, কাতারে জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ শ্রীলংকা মধ্যে ফরেইন অফিস কনসাল্টেশন (এফ,ও,সি) সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন

২৪-২৫ মে,২০১৭ এ অনুষ্ঠেয় শ্রীলংকা বাংলাদেশ এর মধ্যে ফরেইন অফিস কন্সাল্টেশন এর লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি চিহ্নিত করে ইনপুটস প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ মোতাবেক শ্রীলংকার অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক, ও অশুল্ক বাধা, দ্বি পাক্ষিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় ইনপুটস সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

তুরস্কের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ফরেইন অফিস কনসাল্টেশন (এফ,ও,সি) সংক্রান্ত ইনপুটস প্রণয়ন

৪ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের ফরেইন অফিস কন্সাল্টেশন এর লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি চিহ্নিত করে ইনপুটস প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ মোতাবেক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ইনপুটস সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদনে ফরেইন অফিস কনসাল্টেশন এ আলোচনাযোগ্য কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ ও মরক্কোর মধ্যে বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় খাত সম্পর্কিত প্রস্তাবনা প্রণয়ন

বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে মরক্কো সফর উপলক্ষ্যে মরক্কোয় বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে। কমিশন মরক্কোর অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ককাঠামো এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্য ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে একটি প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে।

৫. অন্যান্য কার্যাদি

ভারতের যৌথ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি (JIS) স্বাক্ষরের প্রস্তাবের বিষয়ে ইনপুট/মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০০৯ সালে একটি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ভারত একটি নতুন মডেল বিআইটি প্রণয়ন করে। এরই প্রেক্ষিতে ভারত ২০১৬ সালে বাংলাদেশের সাথে যৌথ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি (JIS) স্বাক্ষরের প্রস্তাব করে । শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি, ভারতের মডেল বিআইটি, ভিয়েনা কনভেনশন অন দি ল অফ ট্রিটিজ এবং প্রস্তাবিত যৌথ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পর্যালোচনাপুর্বক মতামত প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে ।

লাইনার এল্কাইল বেঞ্জিন সালফোনিক এসিড আমদানিতে অতিরিক্ত ৫% শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গে মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি

Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এর উপর রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) ৫% বৃদ্ধি করায় বাংলাদেশের বাজারে ভারতের LABSA রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে মর্মে বিগত ১৫ মে ২০১৬ তারিখে ভারতীয় হাইকমিশন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বিষয়টি পর্যালোচনাকালে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে LABSA এর উপর কোন রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপিত নেই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি (Integrated Data Base) হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইডিবি তথা Integrated Data Baseএ বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট তথ্যহালনাগাদকরণের জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুযায়ী ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আমদানি এবং ট্যারিফ সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

উক্ত ডেটাবেজেআমদানি সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহার (Home Consumption)এবং এইচ.কোড. অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছরের মাসভিত্তিক উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়েছে। ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হার (MFN Rate)এবং রেয়াতপ্রাপ্ত শুল্ক হারের ক্ষেত্রে সাফটা চুক্তির প্রযোজ্য হার (SAFTA Rate) ও আপটা চুক্তির প্রযোজ্য হার(APTA Rate)ইত্যাদি তথ্যও সন্নিবেশ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর World Islamic Economic Forum এ অংশগ্রহনের নিমিত্ত ব্রিফ তৈরির জন্য ইনপুটস প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের **COMCEC** এর ৩১তম অধিবেশনের জন্য কমিশন কর্তৃক মতামত/ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়। ৩১তম অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য সূচির বিষয় বস্তুর উপর প্রশ্ন ভিত্তিক মতামত প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত (DFQF) বাজার প্রবেশ বিষয়ে ইনপুটস/মতামত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ থেকে কতটি দেশে, কি কি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে এবং কতটি দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়নি সে বিষয়ে ইনপুটস/মতামত প্রণয়ন করা হয়। কমিশন কর্তৃক বিষয়টি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, জিএসপি সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ২৮টি ইইউভূক্ত দেশসহ ৩৮টি উন্নত দেশ থেকে এবং ৫টি উন্নয়নশীল দেশ থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। তাছাড়া কানাডা, জাপান, আইসল্যান্ড, চিলি, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশ ৯০ শতাংশের বেশি শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য (জিআই) প্রতিবন্ধকতা ও দুরীকরণ উপায়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য প্রতিবন্ধকতা ও দুরীকরণের উপায়ের উপর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবদনে জিআই পণ্যের সম্ভাব্যতা ও বর্তমান অবস্থা চিহ্নিতকরণ; জিআই পণ্যের ভবিষ্যৎসহ এর প্রয়োজনীয়তা, দেশে বিদ্যমান জিআই পণ্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার উল্লেখসহ জিআই পণ্য প্রসারের জন্য সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় পয়তাল্লিশটি পণ্যের জিআই পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সমস্ত পণ্যের জন্য দেশে বিদ্যমান বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেশে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) জিআই পণ্য রেজিষ্ট্রার্ড করার কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রতিবেদনে পণ্য সুরক্ষা করতে যে সমস্ত অসুবিধা বিরাজমান তা হল- জিআই পণ্যের জন্য বাংলাদেশে যথেষ্ট গবেষণা কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না; জিআই পণ্যের জন্য বাংলাদেশে ডেটাবেজ ও ঐতিহাসিক স্বাক্ষ্য প্রমাণের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া,আন্তর্জাতিকভাবে জিআই পণ্য রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাশ্ববর্তী দেশ ভারত তার দার্জিলিং চা কে আন্তর্জাতিক ট্রেড মার্ক হিসেবে ব্যবহার করেছ। বাংলাদেশও ইলিশ মাছ, নকশীকাঁথা এবং ফজলী আমের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তা হল: ১. বাংলাদেশ সরকার বাজারের সম্ভাব্য ও উৎপাদন বিবেচনায় নিয়ে জিআই পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে; ২. বাংলাদেশে জামদানি প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে রেজিষ্ট্রার্ড হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া যায়; ৩. সরকার প্রতি রেজিষ্ট্রার্ড পণ্যের জন্য জিআই এন্যাবল সেল স্থাপন করতে পারে

যেখানে উৎপাদক গ্রুপ, ব্যবসায়ী, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করতে পারে; ৪. সরকার জিআই পণ্য দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করার জন্য গণ সচেতনতার পদক্ষেপ নিতে পারে; ৫. ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বাজার উন্নয়ন কাজ গঠন করা যায় এবং এর মাধ্যমে বাজার উন্নয়নসহ ব্রান্ডিং সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে; ৬. প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার্ড জিআই পণ্যের জন্য একটি ওয়েব সাইট গঠন করা যেতে পারে যার মধ্যে পণ্যের বর্ণনাসহ ঐতিহাসিক বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে পারে; ৭. জিআই পণ্যের উপর পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; এবং ৮. জিআই পণ্যের ইমেইজ বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনসমূহকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে জিআই পণ্য আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা করার পাশাপাশি উন্নতমানের পণ্যের জন্য প্রকৃত উৎপাদনকারীরা যথেষ্ট মূল্য পেতে পারেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. সেবা বাণিজ্য

সেবা বাণিজ্য: বাংলাদেশের নার্সিং সেবা খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন

বর্তমানে বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিদ্যমান চাহিদা এবং জনশক্তি সংকট এই খাতকে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে ।নার্সিং সেবা খাতে বিদ্যমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এশিয়ার দেশসমূহ নার্সিং সেবা খাতে অন্যতম প্রধান জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ,জাপান , সিংগাপুর ইত্যাদি দেশসমূহে বিদ্যমান নার্সি সংকট উক্ত দেশসমূহকে নার্সিং সেবাখাতে জনশক্তি আমদানির উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে । ভারত, ফিলিপাইন ও চীন এসব বাজারে অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক হিসেবে পরিচিত । এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপি বিদ্যমান চাহিদা এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এর বিবেচনায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নার্সিং সেবা খাতে বিদ্যমান আইন ও বিধি , সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ।

৭. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। শ্রীলংকার সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৯। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১১। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১২। বিভিন্ন দেশের অশুল্ক বাধা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৩। মেধাসত্ব অধিকার সংক্রান্ত বাণিজ্য (ট্রিপস): প্রেক্ষিত বাংলাদেশ বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৪। সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাজ।

৮. কমিশনের বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

- ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর ১৯৯৫ সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশের শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ও বাণিজ্য উদারীকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুল-বেজ্ড ট্রেডিং সিস্টেম নিবিড়ভাবে প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সেইফগার্ড বিধিমালা জারি করেছে, যা আমদানি বাণিজ্যের অস্বাভাবিক স্ফীতি হতে দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করবে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়ে কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এ কমিশনকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণসহ বাণিজ্য নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। সুতরাং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন।

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।

- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে শুল্ক নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধান করা আশু প্রয়োজন। কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলান করা প্রয়োজন।

- যৌক্তিক শুল্কহার নির্ধারণ ও স্থানীয় বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। এ

প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের আরও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা অপরিহার্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিসমূহ যেমন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে কমিশনের অন-লাইন সংযোগের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা আবশ্যক।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় আলোচিত বিষয় হচ্ছে বাণিজ্য সহজীকরণ। আমদানি- রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক বহির্ভূত বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকার কারণে বাণিজ্য খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়ও বেশি লাগছে। বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়টি দেশের একক কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয়। বিষয়টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Doing Business, 2017 রিপোর্টের Ease of Doing Business র‍্যাংক অনুয়ায়ী ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৬ তম স্থানে রয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণে এখনও বাংলাদেশের অনেক কিছু করার সুযোগ আছে।

সুপারিশমালা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্যে টিকে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তেমনি অনেক সময় এই প্রতিযোগিতার কারণে স্বল্প বাণিজ্য ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশীয় উৎপাদনকারীদের রক্ষা করার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (Trade Remedy Measures) যেমন এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কাজের ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আঞ্চলিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সরকারকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২-কে যুগোপযোগী করার জন্য এর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন।
- একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি- ইত্যাদি

গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি ও এতদসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসের স্থান সংকুলানের বিষয়টি সমাধানকল্পে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভান্ডার, সমন্বয়কারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ট্যারিফ কমিশনকে একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কমিশনকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সমন্বয়কের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। কমিশন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন বাণিজ্য সহজীকরণের একটি দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কমিশনের দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করলে বাণিজ্য ব্যয় ও সময় কমে যাবে ফলে ভোক্তাগণ কম দামে পণ্য পাবে। এতে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে।

পরিশিষ্ট – ১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা	কার্যকাল	মন্তব্য
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ ৯৩/এ দক্ষিণ ফুলার রোড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মোবাইল ০১৭১৩১৭১৬২৪	২৪-০২-২০১৬	কর্মরত আছেন
৩৮।	জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি মাধবীলতা ফ্ল্যাট-০৯, এলেনবাড়ি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার তেজগাঁও, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩০৩৫৬৫৬	১৪-০৯-২০১৫ হতে ১২-০১-২০১৬	অবসরপ্রাপ্ত
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান কনকচাঁপা-৬ এলেন বাড়ি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭০১৫০৪২/৫৮১৫০৮১৮	২৮-০৯-২০১৪ হতে ১৩-০৯-২০১৫	
৩৬।	জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী প্লট নং-৩০১, বাড়ি নং-১১৭ অফিসার্স কোয়াটার গুলশান এভিনিউ, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭১৬৯১১৯৫৬/৮৮	০৪-০৩-২০১৪ হতে ২৮-০৯-২০১৪	পিআরএল ভোগরত
৩৫।	জনাব মোঃ সাহাব উল্লাহ অরুনিমা-৮, ৪র্থ তলা (পশ্চিম) ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়াটার ইস্কাটন, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫	২২-০৭-২০১২ হতে ০৬-০৩-২০১৪	ভিয়েতনামে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	অবসরপ্রাপ্ত

	বাড়ি নম্বর-৩৩, লেকড্রাইভ রোড সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫	হতে ১৯-০৭-২০১২	
৩৩।	জনাব এ কে এম আজিজুল হক ফ্যাট-২/৪০৪, হোল্ডিং নম্বর-১৫২/২/জি/২ প্রান্ত ছায়া, পান্থপথ, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭২৪৬১৯১৯৮	১৮-০১-২০০৯ হতে ১৯-০৭-২০০৯	অবসর
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম ২/৬, শামস টাওয়ার শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৫৫২৪৭২০০১	১২-০২-২০০৮ হতে ১৭-১২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত
৩১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বাড়ি নং- ১৪, সড়ক নম্বর ১৯/এ বনানী, ঢাকা মোবাইলঃ ০১৭৪২৩৮৮৮৪৯	০৯-০১-২০০৭ হতে ০৩-০২-২০০৮	অবসরপ্রাপ্ত
৩০।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব এপার্টমেন্ট-ই/৩ টোটাল তমিজ ৪১, দিলু রোড, মগবাজার ঢাকা-১০০০ মোবাইল:০১৭২০৩৩৩৫৫৫	০৮-১০-২০০৬ হতে ২৬-১২-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৯।	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬ হতে ১৯-০৯-২০০৬	বিদেশে অবস্থান করছেন
২৮।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ফ্ল্যাট-৬ ডি, শেলটেক-পরমা-১ শান্তিবাগ, ঢাকা মোবাইল:০১৯২৪৫৪২০২৮	০৩-০৫-২০০৬ হতে ০৩-০৭-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত

২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ নকসই টাওয়ার, ৬/জি, এপার্টমেন্ট-৯/জি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা মোবাইল:০১৭১১৯৫৫৭৫১	১২-০৯-২০০৫ হতে ২৭-০৪-২০০৬	অবসরপ্রাপ্ত
২৬।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বাড়ি নম্বর-৭৫, সড়ক নম্বর-১২/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা মোবাইল:০১৭৪৮৭৬৪২৩৮	০৫-০১-২০০৫ হতে ১২-০৯-২০০৫	অবসরপ্রাপ্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মোবাইল:০১৭১২৬২৩৩৬৭	২৩-০৬-২০০২ হতে ২২-০৬-২০০৪	অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত
২৪।	জনাব দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১ হতে ১৪-১১-২০০১	ইন্তেকাল করেছেন
২৩।	জনাব এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১ হতে ০৮-০৮-২০০১	তথ্য পাওয়া যায়নি
২২।	জনাব এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী ফ্যাট-৩ বি, বাড়ি নম্বর-৭, সড়ক নম্বর-৫১ কনকর্ড-আশা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল:০১৭১১৫২৩১৬৭	০৭-০৬-২০০০ হতে ২২-০৪-২০০১	অবসরপ্রাপ্ত
২১।	জনাব মোঃ মোরশেদ হোসেন বাড়ি নম্বর-১০৫, সড়ক নম্বর-৭ সেক্টর-৪, উত্তরা-ঢাকা মোবাইল:০১৯১১৩৫৬০৫৩	১৫-১১-১৯৯৯ হতে ২৬-১০-১৯৯৯	অবসরপ্রাপ্ত

২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী ফোন: ৮৯২৪১৪৬	১৫-১০-১৯৯৭ হতে ২৬-১০-১৯৯৯	তথ্য পাওয়া যায়নি
১৯।	জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী এপার্টমেন্ট-এ/৯, প্রিয় নীড় ১৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড ঢাকা-১০০০ ফোন:৮৩১৬১৫০	১৫-১০-১৯৯৭ হতে ০৯-১২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৮।	জনাব আজাদ রুহুল আমিন প্রান্ত নীড়, ডি/২, ৭/৩ আওরঙ্গজেব রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল:০১৮১৯২১৯৪৩৩	০১-০৩-১৯৯৭ হতে ০৭-১০-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৭।	জনাব এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন ফ্ল্যাট-৬, বি-১, নাভানা মুন গার্ডেন ১১৫, বড় মগবাজার কাজী অফিস লেন, ঢাকা-১২১৭ মোবাইল:০১৭২৬৯০৬৫৬২	২২-০৮-১৯৯৬ হতে ২৩-০২-১৯৯৭	অবসরপ্রাপ্ত
১৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬ হতে ২৩-০৭-১৯৯৬	ইন্তেকাল করেছেন
১৫।	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ফ্যাট-১/এ, কনকর্ড টাওয়ার ব্লক-২১, রোড নং-৩২ গুলশান-১, ঢাকা মোবাইল:০১৭১৭১০৬০৯২	০৫-১০-১৯৯৪ হতে ২২-০৪-১৯৯৬	অবসরপ্রাপ্ত

১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর বাড়ী নম্বর-১৬, সড়ক নম্বর-২৫, ব্লক-এ বনানী, ঢাকা মোবাইল:০১৭৪১১১৬৩২২/০১৭৪৫৪৮০৯৯৮	২৩-১০-১৯৯১ হতে ০৫-১০-১৯৯৪	জাতীয় সংসদের চাঁদপুর-১ আসনের সদস্য
১৩।	জনাব আমিনুল ইসলাম ফ্ল্যাট-৮/এ, নাভানা কনডোমিনিয়াম ৭৬, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ফোনঃ ৮৩১২৬১৪	১৯-০৬-১৯৯১ হতে ২৩-১০-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত
১২।	জনাব সৈয়দ হাসান আহমদ এপার্টমেন্ট-৪বি বাড়ি নম্বর-১০ সি, সড়ক নম্বর -৮১ গুলশান-২, ঢাকা মোবাইল: ০১৭২০১১৮৪১৫/৯৮৮৬৬০০	১৫-১২-১৯৯০ হতে ১৯-০৬-১৯৯১	অবসরপ্রাপ্ত
১১।	জনাব এম.এ. মালিক বাড়ি নম্বর-৮, সড়ক নম্বর-৭৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭৪১১২৪৩৪৮৯	১০-০১-১৯৯০ হতে ১৫-১২-১৯৯০	অবসরপ্রাপ্ত
১০।	জনাব মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬ হতে ২৯-১১-১৯৮৯	ইন্তেকাল করেছেন
৯।	জনাব নাসিম উদ্দীন আহমেদ ৭৫ এইচ, ইন্দিরা রোড, ঢাকা মোবাইল: ০১৭৬৬০৭৩০৩৮	০২-১১-১৯৮৫ হতে ০৮-০৭-১৯৮৬	অবসরপ্রাপ্ত
৮।	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ বাড়ি নম্বর-২, সড়ক নম্বর-৫০ গুলশান-২ (গুলশান ক্লাব রোড), ঢাকা-১২১২ মোবাইল: ০১৭১৩০১৪১৩৬	০৬-০৬-১৯৮৪ হতে ৩১-১০-১৯৮৫	অবসরপ্রাপ্ত

৭।	জনাব খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪ হতে ০৬-০৬-১৯৮৪	ইন্তেকাল করেছেন
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ) ফ্লাট-এ/৫/ই, বাড়ি নম্বর-৭৫ সড়ক নম্বর-৮/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১৫৬৩২২৮	২৭-১০-১৯৮০ হতে ৩০-০১-১৯৮৪	অবসরপ্রাপ্ত
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০ হতে ২৬-১০-১৯৮০	ইন্তেকাল কারেছেন
৪।	জনাব এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭ হতে ১৪-০২-১৯৮০	
৩।	জনাব এ, এম, আনিসুজ্জামান বাড়ি নম্বর-২, সড়ক নম্বর-৭৭ গুলশান, ঢাকা। ফোনঃ৯৮৮৮৩৯১	২৬-১০-১৯৭৬ হতে ১৯-০১-১৯৭৭	বিদেশে অবস্থান করেছেন
২।	জনাব আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬ হতে ২৫-১০-১৯৭৬	ইন্তেকাল করেছেন
১।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২ হতে ১৫-০৩-১৯৭৬	

পরিশিষ্ট – ২

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

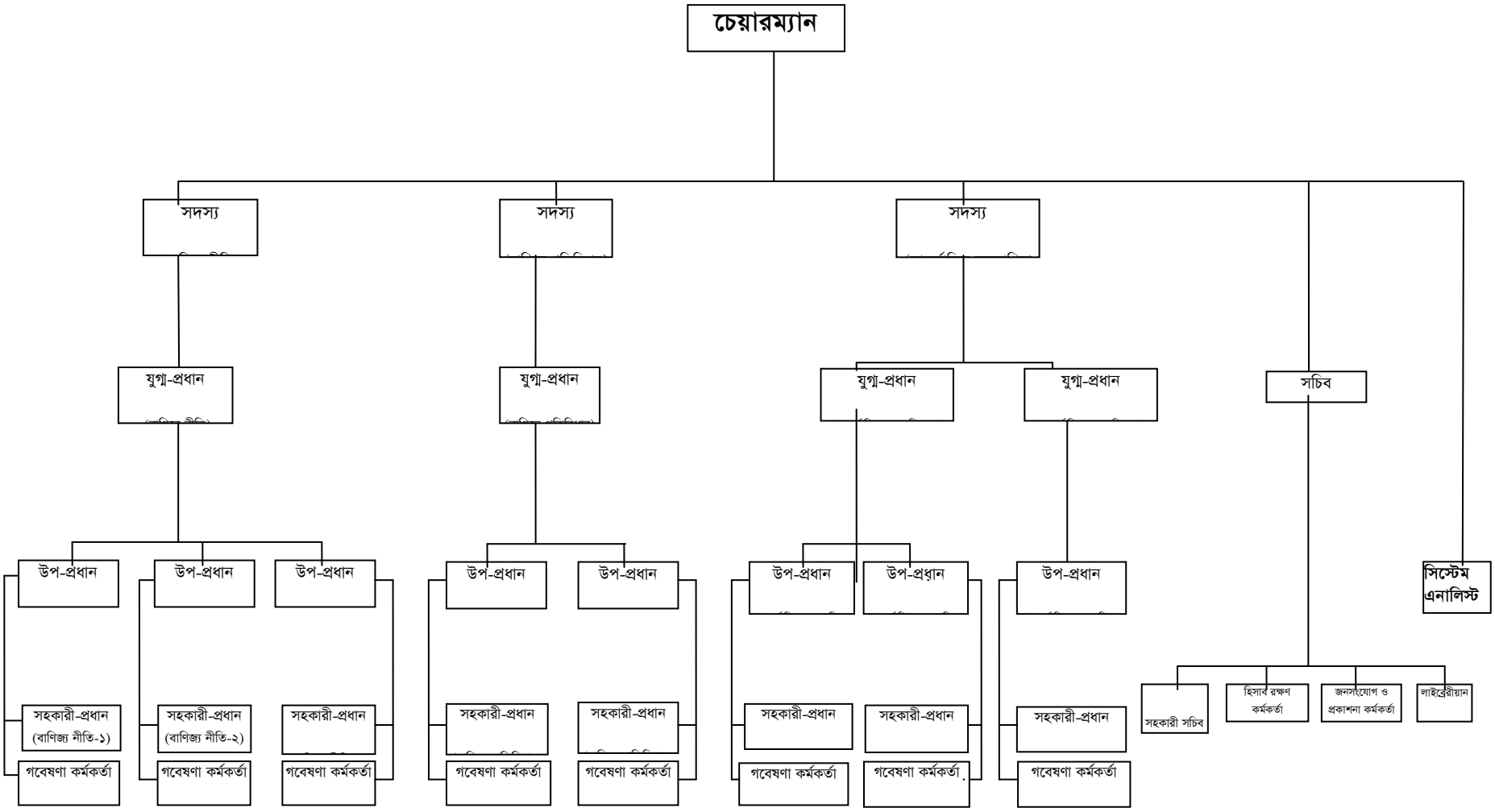

অনুমোদিত জনবল ঃ

কর্মকর্তা = ৩৯ জন

কর্মচারী = ৭৬ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ

কার ঃ ৯টি

পরিশিষ্ট – ৩

The Customs Act, 1969 (IV of 1969)

18A. Imposition of countervailing duty – (1) Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any goods including any subsidy on transportation of such goods, then, upon the importation of any such goods into Bangladesh, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Government may, by notification in the official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.

Explanation. – For the purposes of this section, subsidy shall be deemed to exist, if –

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body within the territory of the exporting or producing country, that is, where –

(i) a Government practice involves a direct transfer of funds including grants, loans and equity infusion) or potential direct transfer of funds or liabilities or both;

(ii) Government revenue that is otherwise due is forgone or not collected (including fiscal incentives);

(iii) a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;

(iv) a Government makes payments to funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i), (ii) and (iii) which would normally be vested in the Government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or

(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase export of any goods from, or to reduce import of any goods to its territory, and a benefit is thereby conferred.

(2) The Government may, pending the determination of the amount of subsidy, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder impose a countervailing duty under this sub-section not exceeding the amount of such subsidy as provisionally estimated by it and if such countervailing duty exceeds the subsidy as so determined, -

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination reduce such countervailing duty; and

(b) refund shall be made of so much of such countervailing duty which has been collected as is in excess of the countervailing duty as so reduced.

(3) Subject to any rules made by the Government, by notification in the official Gazette, the countervailing duty under sub-section (1) or sub-section (2) shall not be levied unless it is determined that –

(a) e subsidy relates to export performance;

(b) the subsidy relates to the use of domestic raw materials over imported raw materials in the exported goods; or

(c) the subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in manufacturing, producing or exporting the goods unless such a subsidy is for –

(i) research activities conduced by or on behalf of persons engaged in the manufacture, production or export; or

(ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting country; or

(iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements.

(4) If the Government, is of the opinion that the injury to the domestic industry which is difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period, of the goods benefiting from subsidies paid or bestowed and where in order to

preclude the recurrence of such injury, it is necessary to levy countervailing duty retrospectively, the Government may, by notification in the official Gazette, impose countervailing duty from a date prior to the date of imposition of countervailing duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable from the date as specified in the notification issued under this sub-section.

(5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(6) The countervailing duty imposed under this section shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the countervailing duty may continue to remain in force pending outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(7) The amount of any subsidy referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government, after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the identification of such goods and for the assessment and collection of any countervailing duty imposed upon the importation thereof under this section.

(8) No proceeding for imposition of countervailing duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima-facie* evidence of injury which is caused by direct or indirect subsidy on any particular imported goods.

18B. Imposition of anti-dumping duty. – (1) Where any goods are exported from any country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country or territory) to Bangladesh at less than the normal value, then, upon the importation of such goods into Bangladesh, the Government may, by notification in the official Gazette, impose an anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping in relation to such goods.

Explanation. – For the purposes of this section, -

(a) "margin of dumping", in relation to any goods, means the difference between its export price and its normal value;

(b) "export price", in relation to any goods, means the price of the goods exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported goods are first resold to independent buyer, or if the goods are not resold to an independent buyer or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(c) "normal value", in relation to any goods, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like goods when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like goods in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or, when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like goods when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said goods in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the goods from a country other than the country of origin and where the goods have been merely transhipped through the country of export or such goods are not produced in the country of export, or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to the price in country of origin.

(2) The Government may, pending the determination of the normal value and the margin of dumping in relation to any goods, in accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder, impose on the importation of such goods into Bangladesh an anti-dumping duty on the basis of a provisional estimate of such value and margin and if such anti-dumping duty exceeds the margin as so determined –

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be after such determination, reduce such anti-dumping duty; and

(b) refund shall be made of so much of the anti-dumping duty which has been collected as is in excess of anti-dumping duty as so reduced.

(3) If the Government, in respect of the dumped goods under inquiry, is of the opinion that –

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping cause injury; and

(ii) the injury is caused by massive dumping of goods imported in a relatively short time which in light of the timing and the volume of imported goods dumped and other circumstances, is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied, the Government may, by notification in the official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping

duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

(4) The anti-dumping duty chargeable under this section shall bin addition to any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force.

(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

(6) The margin of dumping as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government after such inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which goods liable for any anti-dumping duty under this section may be identified and for the manner in which the export price and the normal value of and the margin of dumping in relation to such goods may be determined and for the assessment and collection of such anti-dumping duty.

(7) No proceeding for imposition of anti-dumping duty under this section shall commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is *prima facie* evidence of injury which is caused by dumping on any particular imported goods.

18C. No imposition under section 18A or 18B in certain cases – (1) Notwithstanding any thing contained in section 18A or section 18B –

(a) no goods shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization;

(b) the Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty

(i) under section 18A or section 18B by reasons of exemption of such goods from duties or taxes borne by the like goods when meant for consumption in the country of origin or exportation or by reasons of refund of such duties or taxes;

(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into Bangladesh of any goods from a member country of the World Trade Organization or from a country with which the Government of the People's Republic of Bangladesh has a most favoured nation agreement (hereinafter referred as a specified country), unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such goods into Bangladesh causes or threatens to cause material injury to any established industry in Bangladesh or materiality retards the establishment of any industry in Bangladesh; and

(iii)under sub-section (2) of each of these sections on import into Bangladesh of any goods from the specified countries unless in accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, preliminary findings have been made of subsidy or dumping and consequent injury to domestic industry; and a further determination has also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the investigation:

Provided that nothing contained in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) shall apply if a countervailing duty or an anti-dumping duty has been imposed on any goods to prevent injury or threat of an injury to the domestic industry of a third country exporting the like goods to Bangladesh;

(c) the Government may not levy –

(i) any countervailing duty under section 18A, at any time, upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from the Government of the exporting country or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy or take other measures concerning its effect, or the exporter agreeing to revise the price of the goods and if the Government is satisfied that injurious effect of the sunsidy is eliminated thereby;

(ii) any anti-dumping duty under section 18B, at any time upon receipt of satisfactory voluntary undertaking from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped price and if the Government is satisfied that the injurious effect of dumping is eliminated by such action.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which any investigation may be made for the purposes of this section, the factors to which regard shall be paid in any such investigation and for all matters connected with such investigation.

18D. Appeal against imposition of countervailing or anti-dumping duty. – (1) An appeal against the order of determination or review thereof regarding the existence, degree and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any goods shall lie to the Customs, Excise and Value Added Tax Appellate Tribunal constituted under section 196.

(2) Every appeal under this section shall be filed within ninety days of the date of order under appeal:

Provided that the Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(3) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(4) Every appeal under sub-section (1) shall be heard by a special Bench constituted by the President of the Appellate Tribunal for hearing such appeals and such Bench shall consist of the President and not less than two members and shall include one technical member and one judicial member.

18E. Imposition of safeguard duty.-(1) If the Government after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is being imported into Bangladesh in such increased quantities and under such conditions that such importation may cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the official Gazette, impose a safeguard duty on that article:

Provided that the Government, may, by notification in the official Gazette, exempt any goods from the whole or any part of safeguard duty leviable thereon, subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose.

(2) The Government may, pending the determination under sub-section (1) of the injury or threat thereof, impose a provisional safeguard duty on the basis of a preliminary determination in the prescribed manner that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry:

Provided that where, on final determination, the Government is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, it shall refund the duty so collected:

Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than two hundred days from the date on which it was imposed.

(3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time begin in force.

(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of such imposition:

Provided that if the Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition:

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

(5) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes of this section, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for the manner in which articles liable for safeguard duty may be identified and for the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in relation to such articles may be determined and for the assessment and collection of such safeguard duty.

(6) For the purposes of this section, -

(a) "domestic industry" means the producers-

i) as a whole of the like article or a directly competitive article in Bangladesh; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in Bangladesh constitutes a major share of the total production of the said article in Bangladesh;

(b) "serious injury" means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry;

(c) "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

পরিশিষ্ট – ৪

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আইন

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, নভেম্বর ৬, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২/ ২২শে কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ (২২শে কার্তিক, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে:-

১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম– এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা:– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) ‘‘কমিশন ” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(গ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) “সচিব” অর্থ কমিশনের সচিব।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা :– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলে।

(২) কমিশন একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার–

(ক) একটি সীলমোহর থাকিবে;

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়:– কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন:– (১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনুর্ধ তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা:– চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

৭। কমিশনের কার্যাবলী, ইত্যাদি:– (১) কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে যথা:–

(ক) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা;

(খ) শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ;

(গ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) দেশী পণ্য রপ্তানীর উন্নয়ন;

(ঙ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন।

(চ) ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থায় প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ছ) দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয় ।

(২) ধারা ১ এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে, যথা:–

(ক) বাজার অর্থনীতি

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ;

(গ) দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শূল্ক চুক্তি;

(ঘ) জনমত ।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয়, বক্তব্য ও সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে ।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে ।

৮ । তদন্ত অনুষ্ঠান:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুষ্ঠান বা তদন্তের জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

৯ । কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা:– কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যধারায় উহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে যে সকল ক্ষমতা কোন দেওয়ানী আদালত Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন উক্ত বিষয়সমূহে প্রয়োগ করিতে পারে, যথা:–

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কোন ব্যাক্তির উপর সমন জারী এবং তাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন তথ্য সরবরাহ এবং কোন তদন্ত বা অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল;

১০ । সভা:– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(২) কমিশনের সভা , উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন উহার চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের কোন সদস্য ।

(৪) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। সচিব:– (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিককৃত হইবে।

(৩) সচিব–

(ক) কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য উহা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের হিসাব সংরক্ষন, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন এবং হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) কমিশনের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত করিবেন;

(ঘ) কমিশনের প্রশাসনিক কাজ তদারক করিবেন এবং যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঙ) কমিশন বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বা নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী:– (১) কমিশন উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিকেকে কমিশন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৩। কমিটি:– কমিশন উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কমিশনের তহবিল:– (১) কমিশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত ফি এবং অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) এই তহবিল কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

১৫। বাজেট:– কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাষিংক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা:– (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীকষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৭। নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার কমিশনকে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। প্রতিবেদন:– (১) প্রতি বৎসর ৩০ শে জুনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্পলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কমিশনের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কমিশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:– এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ায় সম্ভবনা থাকিলে অন্যান্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২০। জনসেবক:– কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act XLV of, 1860) এর section 21 এ ``Public servant'' (জনসেবক) কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "Public servant" (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২১। ক্ষমতা অর্পণ:– কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা:– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন ধারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। ট্যারিফ কমিশন বিলোপ, ইত্যাদি:– (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৮ শে জুলাই,১৯৭০ জনের রিজিলিউশন নং এডমিন-১ই-২০/৭০/৬০৬, অত:পর উক্ত রিজিলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবেঃ

(২) উক্ত রিজিলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে:–

(ক) উক্ত রিজিলিউশনের অধীন গঠিত ট্যারিফ কমিশন, অত:পর বিলুপ্ত কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং কমিশন উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত কমিশন এবং উহার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রকল্প (IDTC Project) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা কমিশনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আব্দুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস। ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950

(ACT NO. LXI OF 1950).

An Act to enable the immediate imposition of protective duties of customs on imported goods. [1]

WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with immediate effect protective duties of customs on goods produced or manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such imposition is urgently necessary in the interest of industries established in Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

Powers of Government to impose duties of Customs

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently necessary to provide for the protection of the interests of any industry established in Bangladesh the Government may, by notification in the official Gazette-

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of customs of such amount and for such period as it thinks fit; or

[2][* * *]

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to

be a duty leviable under the [3][Customs Act, 1969], and shall be in addition to any duties imposed under that Act or any other law for the time being in force.

[1] Throughout this Act, unless otherwise specified, the words "Government" and "Bangladesh" were substituted for the words "Central Government" and "Pakistan" respectively by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[2] Clause (b) was omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[3] The words, comma and figures "Customs Act, 1969" were substituted for the words, comma and figures "Tariff Act, 1934," by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

Power to alter rates of protective duty and to extend the duration of the protection and the continuance of certain protective duties

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter provided) has become unnecessary or excessive or that it is too low to provide adequate protection to the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and for such period (which may be extended from time to time but by not more than three years at any one time) as it thinks fit.

(2) On the expiration of the period specified in any notification issued under sub-section (1) of section 2 or sub-section (1) of this section, whichever is the later, there shall be levied and collected on the goods referred to therein customs duty at the rates for the time being in force under the [4][Customs Act, 1969], and the provisions of the said Act and any other law for the time being in force relating to the levy and collection of the duty of customs shall apply accordingly

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980).]

Powers of the Tariff Commission

[5][3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the supply of any information and production of any document which may be useful for the conduct of its enquiry.]

Power to make rules

4. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to which any goods shall be deemed to be produced or manufactured in a particular country for the purposes of this Act.

5[Repealed]

5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

---

[4] The words, comma and figures "Customs Act, 1969" were substituted for the words, comma and figures "Tariff Act, 1934," by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980)

[5] Section 3A was inserted by section 2 of the Protective Duties (Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXX of 1962)

পরিশিষ্ট -৬

কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১।	মুশফেকা ইকফাৎ চেয়ারম্যান	৯৩৪০২০৯ ৯৩৪০২৪৩ ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ chairman@btc.gov.bd	
২।	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য (আঃ সঃ)	৯৩৩৩৫৬৫ ০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ member_icd@btc.gov.bd	
৩।	জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান সদস্য (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯১ ০১৮১৭৫৩২১৬০ member_trd@btc.gov.bd	
৪।	জনাব আব্দুল কাইয়ূম সদস্য (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৯২ ০১৯২৬৮৪৫২৭৬ member_tpd@btc.gov.bd	
৫।	জনাব আবদুল বারী যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ২)	৯৩৩৬৪১১ ০১৭৩০০২০৫০৩ jc_icd2@btc.gov.bd	
৬।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ১)	৯৩৩৫৯৩৫ ০১৫৫২৩০৮৭৯৪ jc_icd1@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৭।	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ সচিব	৯৩৩৫৯৩৩ ০১৭৯৩৫৯৯৬৪২ secretary@btc.gov.bd	
৮।	জনাব এ কে এম হাফিজুর রহমান উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৬৪৪৬ ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ dc_icd_ds@btc.gov.bd	
৯।	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (বাঃ প্রঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৬৪৪৭ ০১৬২৩৮৬১০৫২ jc_trd@btc.gov.bd	
১০।	জনাব শেখ লিয়াকত আলী যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩৪ ০১৬৭৪১৩১৪০১ jc_tpd@btc.gov.bd	
১১।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপপ্রধান (আঃ সঃ) ও চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব	৯৩৩২৩৮৯ ৯৩৪০২৫১ ০১৫৫৮৭৪৪০৯২ pschairman@btc.gov.bd dc_icd_gats@btc.gov.bd	
১২।	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩৫৯৩১ ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
১৩।	বেগম সৈয়দা গুলশান নাহার উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	৯৩৩২৩৮৯ ০১৫৫২৫৪৭৪০৬ dc_injury@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৪।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন উপপ্রধান ও (বাঃ নীঃ) সহকারী সচবি (অতিঃ দাঃ)	৯৩৩৫৯৩৪ ০১৭১২৬৮৮৫৫৮ asstsecretary@btc.gov.bd	
১৫।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	৯৩৩০৮০৪ ০১৯১১১১৮২৯৪ systemanalyst@btc.gov.bd	
১৬।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান (আঃ সঃ)	৯৩৩৫৯৯৩ ০১৭১১২৪২৮২৩ dc_icd_gatt@btc.gov.bd	
১৭।	জনাব বেল্লাল হোসেন মোল্লা উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৯১৮৭৯৭১২৩ dc_investigation@btc.gov.bd	
১৮।	বেগম মোহসিনা বেগম উপপ্রধান (বাঃ নীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৬৭৫৪১১৯৪৪ dc_tpd_tpm@btc.gov.bd	
১৯।	জনাব ইউসুফ আলী মজুমদার সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	৯৩৩৫৯৯৬ ০১৭১১০৬১৬৯২ ac_investigation@btc.gov.bd	
২০।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	০১৭১২১৬৯৮৫৫ ac_icd_ds@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২১।	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৯১১২৩৩৬৪১ ac_tpd_sub@btc.gov.bd	
২২।	বেগম উমা সাহা সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	০১৭১৬৯১৩৯৪৩ ac_tpd_tpm@btc.gov.bd	
২৩।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (আঃ সঃ) (চলতি দায়িত্ব)	০১৯১২০২৩৫৫২ ac_icd_gatt@btc.gov.bd	
২৪।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ) (চলতি দায়িত্ব)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১২২৮৪৬৯১ ro_tpd_iaa@btc.gov.bd	
২৫।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ro_investigation@btc.gov.bd	
২৬।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ro_injury@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২৭।	জনাব মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ)	০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ro_icd_gats@btc.gov.bd	
২৮।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ)	০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ro_icd_ds@btc.gov.bd	
২৯।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃ সঃ-২)	০১৯১১৭২১৮৯৮ ro_icd_gatt@btc.gov.bd	
৩০।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও ও গ্রন্থাগারিক (অতিঃ দাঃ)	০১৭২৪৮৯৪০৩৬ prandpo@btc.gov.bd	
৩১।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ, মনিটরিং সেল)	৯৩৩৫৯৩০ ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ro_tpd_sub@btc.gov.bd	
৩২।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গবেষণা অফিসার (বাঃ নীঃ)	০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ ro_tpd_tpm@btc.gov.bd	
৩৩।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	০১৭১১০০১৭০২ account_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট – ৭

কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী দেশের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ প্রধান (চ: দা:)	Advanced Training of Trainers (TOT)	শ্রীলংকা	২৮/১১/২০১৬ হতে ৩০/১১/২০১৬
২।	জনাব রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (চ: দা:)	Capacity Building Workshop on The Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperlees Trade in Asia and the Pacific	থাইল্যান্ড	২৪/১১/২০১৬ হতে ২৫/১১/২০১৬
৩।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা	Anti Dumping Issue	ভারত	০৭/১১/২০১৬
৪।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Trade and Sustainable Development	ভারত	০৭/১১/২০১৬ হতে ২৫/১১/২০১৬
৫।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	Social Media Course	সিঙ্গাপুর	০১/১২/২০১৬ হতে ০২/১২/২০১৬
৬।	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ সচিব	7th Tax Stamp Forum 2017	জার্মানি	৩০/০১/২০১৭ হতে ৩১/০১/২০১৭
৭।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপপ্রধান	১১২তম উচ্চতর প্রশাসন কোর্সে প্রশিক্ষণ	ভারত	১৯/০২/২০১৬ হতে ২৮/০২/২০১৭

৮।	মিজ রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (চ: দা:)	Hydrogen Peroxide Anti Dumping Issus	ভারত	১৪/০৩/২০১৭
৯।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন উপপ্রধান	Seminar on Construction of Economic Development Area for Bangladesh	চীন	২৯/০৩/২০১৭ হতে ৩১/০৩/২০১৭
১০।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Seminar on Construction of Economic Development Area for Bangladesh	চীন	২৯/০৩/২০১৭ হতে ৩১/০৩/২০১৭
১১।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন উপপ্রধান	Seminar on Construction of Economic Development Area for Bangladesh	চীন	০১/০৪/২০১৭ হতে ১৯/০৪/২০১৭
১২।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Seminar on Construction of Economic Development Area for Bangladesh	চীন	০১/০৪/২০১৭ হতে ১৯/০৪/২০১৭
১৩।	জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান সদস্য (যুগ্ম-সচিব)	Capacity Building in FTA for Bangladesh	চীন	১৮/০৫/২০১৭ হতে ০৭/০৬/২০১৭
১৪।	জনাব এস, এম, সুমাইয়া জাবীন গবেষণা কর্মকর্তা	WTO Anti-dumping Agreement and Regional Perspective.	ভারত	২২/০৫/২০১৭ হতে ২৬/০৫/২০১৭

১৫।	জনাব আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	WTO Anti-dumping Agreement and Regional Perspective.	ভারত	২২/০৫/১৭ হতে ২৬/০৫/২০১৭
১৬।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা	WTO Anti-dumping Agreement and Regional Perspective.	ভারত	২২/০৫/২০১৭ হতে ২৬/০৫/২০১৭

পরিশিষ্ট - ৮

কমিশনের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান/স্থান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ: দা:)	Workshop on PPA 2006 and PR2008	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত	১৪/০৭/২০১৬
২।	জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সদস্য (আ: স:-১)	11th Policy, Planning & Management Course (PPMC)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সাভার ঢাকায়)	০৭/০৮/২০১৬ হতে ১৮/০৮/২০১৬
৩।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপপ্রধান	Building Cagacity for the Use of Research Evidence (BCURE) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১/০৮/১৬ হতে ০৪/০৮/২০১৬
৪।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, সহকারী প্রধান	Training on General Agreement on Trade in Services (GATS) Opportunities for Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১/০৮/১৬ হতে ০৩/০৮/২০১৬
	ঐ	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)	Trade Related Technical Assistance (TRTA)	২৩/০৮/২০১৬ হতে ২৪/০৮/২০১৬

৫।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা	Building Cagacity for the Use of Research Evidence (BCURE) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৪/০৮/২০১৬
৬।	জনাব কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা	Trainging on Geveral Agreement on Trade in Services (GATS) Opportunities for Bangladesh	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০২/০৮/২০১৬ হতে ০৩/০৮/২০১৬
০৭।	মিজ এস,এম, সুমাইয়া জাবীন গবেষণা কর্মকর্তা	Building Cagacity for the Use of Research Evidence (BCURE) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৯/০৮/২০১৬ হতে ০১/০৯/২০১৬
০৮।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	e-GP সিস্টেমের Organization Admin কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত।	আইএমই বিভাগের e-GP Lab (ব্লক-১২, কক্ষ নং-১১) সিপিটিইউ ভবন, শের-ই-বাংলা নগর ঢাকা	০৫/০৯/২০১৬
	ঐ	CNA with Network Security	কম্পিউটার কাউন্সিল ,বুয়েট/ ঢাকা	জানুয়ারি’২০১৬ হতে জুলাই, ২০১৬
০৯।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম-সচিব)	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ (SPS) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা-১ম পর্যায় শীর্ষক কর্মশালা	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই আইসিসি ভবন	০৩/১০/২০১৬ হতে ০৩/১১/২০১৬

১০।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	ঐ	ঐ	ঐ
১১।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, সহকারী প্রধান	ঐ	ঐ	ঐ
১২।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	ঐ
১৩।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	e-GP সিস্টেমের উপর PE User Module প্রশিক্ষণ	সেন্ট্রাল প্রকিউরম্যান্ট টেকিনক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)	১৮/১০/২০১৬ হতে ২০/১০/২০১৬
১৪।	সকল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ		বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা	২৩/১০/২০১৬
১৫।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব)	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ (SPS) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা-১ম পর্যায় শীর্ষক কর্মশালা	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই আইসিসি ভবন, ঢাকা	৩১/১০/২০১৬ হতে ০৩/১১/২০১৬
১৬।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	ঐ	ঐ	ঐ
১৭।	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, সহকারী প্রধান	ঐ	ঐ	ঐ
১৮।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ গবেষণা কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	ঐ
১৯।	সকল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	Introduction to world Trade Organization.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা	২৩/১১/২০১৬
	ঐ	Gatt Gats and TRIPS	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা	২৩/১১/২০১৬
২০।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব)	ই-ফাইলিং	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা	২৬/১২/২০১৬ হতে ২৯/১২/২০১৬

২১।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সহকারী সচিব (অতি: দা:)	ই-ফাইলিং	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা	২৬/১২/২০১৬ হতে ২৯/১২/২০১৬
২২।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিষ্ট	ই-ফাইলিং	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা	২৬/১২/২০১৬ হতে ২৯/১২/২০১৬
২৩।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	১১২তম উচ্চতর প্রশাসন কোর্সে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	০৪/১২/২০১৬ হতে ০১/০২/২০১৭
২৪।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সচিব)	Procuring Entity (PE)	দোহাটেক নিউমিডিয়া পুরানাপল্টন, ঢাকা (CPTU)	০৬/১২/২০১৬ হতে ০৮/১২/২০১৬
২৫।	জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সহকারী সচিব	Procuring Entity (PE)	দোহাটেক নিউমিডিয়া পুরানাপল্টন,ঢাকা (CPTU)	০৬/১২/২০১৬ হতে ০৮/১২/২০১৬
২৬।	জনাব মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান	Procuring Entity (PE)	দোহাটেক নিউমিডিয়া পুরানাপল্টন,ঢাকা (CPTU)	০৬/১২/২০১৬ হতে ০৮/১২/২০১৬
২৭।	জনাব এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	Procuring Entity (PE)	দোহাটেক নিউমিডিয়া পুরানা পল্টন, (CPTU)	০৬/১২/২০১৬ হতে ০৮/১২/২০১৬
২৮।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ: দা:)	Procuring Entity (PE)	দোহারটেক নিউমিডিয়া পুরানা পল্টন(CPTU) ,	০৬/১২/২০১৬ হতে ০৮/১২/২০১৬
২৯।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ: দা:)	iBAS++	আইপিএফ ১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন ,	০৭/১২/২০১৬

			ঢাকা। ,সেগুনবাগিচা	
৩০।	সকল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	ইফাইলিং-	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৬/১২/২০১৬
৩১।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	১১২তম উচ্চতর প্রশাসন কোর্সে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	০১/০২/২০১৬ হতে ০২/০২/২০১৭
৩২।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা সহকারী প্রধান (চ: দা:)	Diagnostic Trade Integration Study Action (DTIS) Matrix	প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা	১৬/০৩/২০১৭
৩৩।	মির্জা আ: ফ: মোঃ তৌহীদুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা	The WTO Anti-Dumping Agreement and Regional Perspective	Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI)	১৯/০৩/২০১৭ হতে ২০/০৩/২০১৭
৩৪।	এস.এম.সুমাইয়া জাবীন গবেষণা কর্মকর্তা	Enhancing the Contribution of Preferential Trade Agreements to Inclusive and Equitable Trade	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮/০৩/২০১৭ হতে ২৯/০৩/২০১৭
	ঐ	The WTO Anti-Dumping Agreement and Regional Perspective	Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI)	১৯/০৩/২০১৭ হতে ২০/০৩/২০১৭
৩৫।	জনাব লোকমান হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	১৫ মার্চ ২০১৭ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস	টিসিবি অডিটরিয়াম	১৫/০৩/২০১৭
	ঐ	The WTO Anti-Dumping Agreement and Regional	Bangladesh Foreign Trade (BFTI)Institute	১৯/০৩/২০১৭ হতে ২০/০৩/২০১৭

		Perspective		
	ঐ	Enhancing the Contribution of Preferential Trade Agreements to Inclusive and Equitable Trade	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৮/০৩/২০১৭ হতে ২৯/০৩/২০১৭
৩৬।	সকল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	ই-ফাইলিং	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	৩০/০৩/২০১৭
৩৭।	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ: দ:)	iBAS++	আইপিএফ, ৭ম ফ্লোর, ১ম ১২তলা সরকারি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	২৫/০৪/২০১৭ হতে ২৬/০৪/২০১৭
৩৮।	কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	৩০/০৪/২০১৭
৩৯।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-প্রধান	Documenting esport procedures in Bangladesh with eRegulations methodology	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ	২৯/০৫/২০১৭ হতে ৩০/০৫/২০১৭
৪০।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (চ: দা:)	Documenting esport procedures in Bangladesh with eRegulations methodology	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ	২৯/০৫/২০১৭ হতে ৩০/০৫/২০১৭
৪১।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	Action Plan to Implement SDGs through 7th FYP	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ	৩১/০৫/২০১৭ হতে ০১/০৬/২০১৭

৪২।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা কর্মকর্তা	Action Plan to Implement SDGs through 7th FYP	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ	৩১/০৫/২০১৭ হতে ০১/০৬/২০১৭
৪৩।	সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	Sustainable development goals (SDG) and Bangladesh perspective.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রশিক্ষণ	০৯/০৫/২০১৭
৪৪।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম, যুগ্মসচিব	National Consultation (SDG)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১/০৬/২০১৭
৪৫।	ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম যুগ্ম-প্রধান	মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরী বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায়	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০৮/০৬/২০১৭
৪৬।	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরী বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায়	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০৮/০৬/২০১৭
৪৭।	জনাব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পি আর এন্ড পি.ও	মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের উদ্ভাবন চর্চা সহায়ক পরিবেশ তৈরী বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০৮/০৬/২০১৭

৪৮।	জনাব মোঃ রকিবুল হাসান উপ-প্রধান	E-Commerce and Bangladesh Perspective	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০/০৬/২০১৭ হতে ২১/০৬/২০১৭
৪৯।	জনাব মোঃ মশিউল আলম উপ-প্রধান	Action Plan to Implement SDGs through 7th FYP	পরিকল্পনা কমিশন	০১/০৬/২০১৭
৫০।	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, গবেষণা কর্মকর্তা	Action Plan to Implement SDGs through 7th FYP	পরিকল্পনা কমিশন	০১/০৬/২০১৭
৫১।	কমিশনের সকল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ	ইনোভেটিভ আইডিয়া অবহিত করণ কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	০৯/০৫/২০১৭

ফটোগ্যালারী

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন' ২০১৭।

মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক সদস্য (আ: স:) কে পুরস্কার প্রদান।

মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'২০১৭-এ অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা' ২০১৭-এ খুদে খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা -২০১৭ তে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ।

১১/০৪/১৭ তারিখে Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-১৮ এর উপর সেমিনার ।

মত বিনিময় সভায় কর্মকর্তাদের মাঝে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়।

১৪/০১/২০১৭ তারিখে চেয়ারম্যান মহোদয়কে অভ্যর্থনা (সচিব হতে সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি উপলক্ষ্যে)।

২৮/০৬/২০১৭ তারিখে ঈদ-উল-ফিতর পূনর্মিলনীতে কর্মকর্তাদের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময়।

০৬/০৩/২০১৭ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ।

শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা প্রশিক্ষণে উপপ্রধান (আ:স:) কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের একাংশ।

ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' ২০১৭।

কর্মকর্তাদের ই-ফাইলিং (নথি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানকালে।

০৮/০৫/২০১৭ তারিখে কর্মচারীদেরকে বাজেট প্রস্তুতি এর উপর ইনহাইজ প্রশিক্ষণ।

কমিশনের সভাকক্ষে SDG বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সেমিনার।

১৯/০৯/২০১৬ তারিখে কর্মকর্তাদেরকে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফ গার্ড এর উপর ইনহাইজ প্রশিক্ষণ।

১৩/০৬/২০১৭ তারিখে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফ গার্ড এর উপর সেমিনার।

১৭/০৮/২০১৭ তারিখে সেবা খাত নার্সিং সেক্টর এর উপর সেমিনার।

সাব সেক্টর স্টাডি এর উপর মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত সেমিনার।